বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

শৃঙ্খলিত প্রমিথিউস

এসকিলাস

চিরায়ত গ্রন্থমালা

আলোকিত মানুষ চাই

এসকিলাস

শৃঙ্খলিত প্রমিথিউস

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
অনূদিত

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৫১

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৯ জুন ১৯৮২

তৃতীয় সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ
পৌষ ১৪১৭ জানুয়ারি ২০১১

প্রকাশক
মোঃ আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
নিজাম পিন্টার্স এন্ড প্যাকেজেস
২/২ পুরানা পল্টন লেন, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
ইউসুফ হাসান

মূল্য
সত্তর টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0050-x

উৎসর্গ

আবদুল হাফিজ

যিনি, জানি না কেন, আমাকে লিখতে বলতেন

শৃঙ্খলিত প্রমিথিউস এসকিলাস

ভূমিকা

গ্রিক নাট্যকার এসকিলাস—পণ্ডিতদের মতে পৃথিবীতে ট্র্যাজেডির প্রথম স্রষ্টা—জন্মেছিলেন এথেন্সের কাছাকাছি একটা ছোট জনপদে, খ্রিস্টপূর্ব ৫২৫ অব্দে। গ্রিসের ধ্রুপদী ট্রাজেডি রচয়িতা-ত্রয়ের অন্যতম এসকিলাসের (অন্য দুজন সোফোক্লিস ও ইউরিপাইডিস) পিতা ইউফেরিয়ান ছিলেন এথেন্সের প্রাচীন অভিজাতবর্গের সভ্য। তাঁর নাটকগুলোর ম্যাসিডোনীয় পাণ্ডুলিপি থেকে তাঁর যে ছোট্ট জীবনবৃত্তান্ত পাওয়া যায় তা থেকে জানা যায় যে তিনি প্রথমে ম্যারাথনে (৪৯০ খ্রিস্টপূর্ব) এবং সম্ভবত পরে সালামিসে পারস্যবাহিনীর সঙ্গে গ্রিকদের যে দুটি যুদ্ধ হয়েছিল তাতে গ্রিক পক্ষের হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। এই যুদ্ধ তাঁর চেতনাজগৎকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। পারস্য আক্রমণের মুখে বিপর্যস্ত গ্রিক জীবনের ব্যাপক দুঃখ ও হতাশা তাঁর মধ্যে জীবন সম্পর্কে এক সুগভীর বেদনানুভূতি জাগিয়ে তোলে ও মানব-ভাগ্যের গভীর ও দুঃখময় পরিণতির পরিপূর্ণ রূপটি তাঁর চোখের সামনে উদ্‌ঘটিত হয়ে যায়। মানবজীবনের উত্থান-পতনময় বেদনাধৃত অগ্রযাত্রাকে এক সুগভীর নাটকীয় দৃষ্টিতে তিনি প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হন। হয়তো এজন্যই মানুষের ভাগ্যের সার্বিক দুঃখময় রূপটিকে নাট্যাঙ্গিকের এক অভাবিতপূর্ব বিকাশের ভেতর তিনি উন্মোচিত করার ব্যাপারে আজীবন ক্ষান্তিহীন ছিলেন। আর এভাবেই বিশ্বনাটকের ইতিহাসে ট্র্যাজেডির প্রথম স্রষ্টা হিশেবে তাঁর আসন স্থায়িভাবে চিহ্নিত হয়ে যেতে পেরেছিল।

সক্রিয় নাট্যরচনায় তিনি নিমগ্ন ছিলেন জীবনের প্রায় চল্লিশটি বছর। এথেন্সে ডায়োনিসাস দেবতার পূজো উপলক্ষে যে বার্ষিক নাট্য-প্রতিযোগিতা হত তাতে যোগদানের মধ্যে দিয়ে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চাশ শতকের প্রথম দশক থেকেই তাঁর পদচারণা শুরু হয় নাট্যরচনার অঙ্গনে। এরপর থেকে মৃত্যুর তিন বছর আগে তাঁর সুবিখ্যাত ত্রয়ী নাটক ওরেস্টিয়া (খ্রিস্টপূর্ব ৪৫৮) রচনার সময় পর্যন্ত তিনি নাট্যরচনার কাজে ক্ষান্তিহীন ছিলেন। অভিধান-লেখক সুইদাস জানিয়েছেন, তিনি সর্বমোট নাটক লিখেছিলেন নব্বইটি। এগুলোর মধ্যে মাত্র সাতটি নাটকই অখণ্ডিত অবস্থায় বর্তমানকালের হাতে এসে পৌঁছেছে। ওরেস্টিয়া তাঁর সর্বশেষ রচনা। এরপর তিনি সিসিলির গেলা-তে চলে যান এবং সেখানে দুবছর পর খ্রিস্টপূর্ব ৪৫৬ অব্দে উনসত্তর বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

জীবনের শেষদিকে তাঁর সাহিত্যখ্যাতি গ্রিক সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি পেয়ে যায় এবং মৃত্যুর পর তাঁর এই খ্যাতি দেশবাসীর সার্বজনীন শ্রদ্ধার অকুণ্ঠ অভিনন্দনে অভিষিক্ত হয়ে ওঠে। মৃত্যুত্তোর কালে নানান সামাজিক মর্যাদায় তাঁর ব্যক্তিত্বকে সম্মানিত করা হতে থাকে এবং এরই এক অত্যুচ্চ পর্যায়ে তাঁর সমাধি জনসাধারণ কর্তৃক পূজিত হতে শুরু করে। নাট্যকার অ্যারিস্টোফেনিস তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছিলেন : তিনি হচ্ছেন গ্রিকদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যিনি রাজসিক শব্দমণ্ডিত সম্পন্ন-ভাষা আমাদের উপহার দিয়েছেন।

অথচ এমন কালজয়ী মহৎ লেখক, আজীবন নাট্যসাধনায় যিনি ছিলেন নিমগ্ন, ডায়ানিসাসের উৎসবে নাট্য-প্রতিযোগিতায় যিনি বারবার অভিষিক্ত হয়েছিলেন সম্মানিত পুরস্কারে, তাঁর সমকালীন এবং পরবর্তী সাহিত্যবোদ্ধারা যাঁকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মহার্ঘ্য শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে আসছেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিশেবে; তিনি নিজে কিন্তু তার সেই লোকশ্রুত সাহিত্যখ্যাতি সম্বন্ধে (তাঁর নিজের লেখা সমাধিলিপিতে) ছিলেন সম্পূর্ণ নীরব। সমাধিলিপিতে লেখা সেই সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয়ের মধ্যে নিজের লেখক-পরিচয়কে সম্পূর্ণ দূরে ঠেলে দিয়ে সেখানে প্রধান করে তুলেছেন তাঁর জীবনের একটা সম্পূর্ণ অন্য দিককে—তাঁর কর্মজীবনের ও সামাজিক অঙ্গীকারের একটি গৌরবময় অধ্যায়কে : "এই পাথরের নিচে চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছে ইউফোরিয়ানের পুত্র এথেন্সবাসী এসকিলাস্, গম-সমৃদ্ধ গেলা-য় যে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিল। তার শক্তিমত্তার কাহিনী বলতে পারবে ম্যারাথনের যুদ্ধক্ষেত্র অথবা সে-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দীর্ঘকেশ পারস্যবাসীরা—যারা (ঐ যুদ্ধে) জেনেছিল তার বীর্যবত্তার পরিচয়।"

নিজের সম্বন্ধে এসকিলাসের শুধুমাত্র এটুকু লিখিত উক্তিই আজ পর্যন্ত উত্তরকালের হাতে এসে পৌঁছেছে। এবং এই আত্মপরিচয়টুকু ছোট হলেও অত্যন্ত মূল্যবান এজন্যে যে এটি তাঁর সমাধিফলকের জন্যে লেখা। যদি ধরে নেওয়া যায় এই (যোদ্ধা) পরিচয়টিই ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে গর্বের বিষয়, তবে কয়েকটি প্রশ্ন সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। তবে কি তাঁর লেখক-খ্যাতিকে—অন্তত লেখক-জীবনকে—যে বিষয়ের অক্লান্ত সাধনায় আজীবন তিনি নিদ্রাহীন ছিলেন—তাঁর কাছে এতই মূল্যহীন ছিল যে সমাধিফলকে তার উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তাটুকু তিনি অনুভব করেন নি? অথবা ঘটেছিল অন্যকিছু? তাঁর লেখক পরিচয়টি তখনকার মানুষের কাছে এমন সর্বজনবিদিত ছিল যে তা উল্লেখ করে তিনি পুনরুক্তির বিরক্তি ঘটাতে চান নি? অথবা আসল কারণটা ছিল আরো ভিন্ন? তিনি ছিলেন পৃথিবীর সেই বিরল লেখকদের অন্যতম যাঁরা অনেকটা সংগতভাবেই শিল্পের চেয়ে জীবনকে মহত্তর মনে করেন—প্রতিভার চেয়ে মনুষ্যত্বকে। ইনি কি সেই ধরনের প্রতিভা, শিল্পকে

যাঁরা মনে করেন পরিপূর্ণ মানব-ব্যক্তিত্বের শুধুমাত্র একটি উজ্জ্বল অংশ হিশেবে?—কর্ম, সংগ্রাম, দায়িত্ব ও অঙ্গীকারে বিধৃত পূর্ণতর জীবনকে তাদের সামগ্রিক সৃষ্টির চেয়েও মহিমান্বিত আসনে অধিষ্ঠিত করে রাখেন?

ডায়োনিসাসের পূজো উপলক্ষ করে এথেন্সে যে নাট্য-প্রতিযোগিতার ঐতিহ্য দীর্ঘদিন ধরে গড়ে উঠেছিল, সেই ঐতিহ্যের ভিতর দিয়েই নাটকের আদিতম রূপটি, অসম্পূর্ণভাবে হলেও বিকশিত হয়ে উঠছিল এসকিলাসের নাট্যজগতে প্রবেশের অনেক আগে থেকেই। তাঁর নাট্যক্ষেত্রে পদপাতের আগেই প্রোটিনাসের হাতে সূচিত হয়ে গিয়েছিল স্যাটার নাটকের সুসমৃদ্ধ ধারা—ফিনিকাস মেয়েদের দিয়ে কোরাসের ভূমিকায় অভিনয় করানোর ধারার সূচনা করেছিলেন এবং কোয়েরিটাস পাত্রপাত্রীদের জন্য মুখোশ ও বর্ণাঢ্য পোশাক-পরিচ্ছেদের ব্যবহার প্রচলন করেছিলেন। কিন্তু এসকিলাস এই নাট্যাঙ্গিকের অগ্রগতির ধারায় যে-নতুন সংযোজনটি ঘটালেন, পৃথিবীর নাটকের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর সময়কার কোরাসসর্বস্ব নাট্যাঙ্গিকের ভিতর স্থাপন করলেন একজন 'প্রথম অভিনেতা' (First actor)। এতদিন পর্যন্ত নাটকের উপজীব্য ছিল প্রধানত কোরাস, যার কাজ ছিল গৌরচন্দ্রিকা আবৃত্তি করা এবং দীর্ঘ ভাষণের মাধ্যমে নাটকের ঘটনাটিকে তুলে ধরা। কিন্তু 'প্রথম অভিনেতা' সংযোজিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাট্যাঙ্গিক লাভ করল একটি অভাবিত অচিন্ত্যপূর্ব সম্পদ—পৃথিবীর নাট্যধারার প্রাথমিক বিকাশ, পরিপূর্ণতর নাটকীয় উত্তরণ প্রত্যক্ষ করার জন্য তখন যার জন্য দীর্ঘকাল ধরে অপেক্ষা করেছিল : সেটি হল 'সংলাপ'। সংলাপ অন্তর্ভুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে নাটক ঘটনার সহজ বর্ণনাধর্মী আবৃত্তির বৈচিত্র্যহীন ও একঘেয়ে ধারা থেকে উদ্ধার পেয়ে নাটকীয় উপস্থাপনার উৎকণ্ঠাঘন বর্ণবৈচিত্র্যময় জগতে উত্তীর্ণ হয়ে গেল এবং কোরাসকে অপেক্ষাকৃত অনুল্লেখ্য ভূমিকায় হটিয়ে দিয়ে তার উদ্দীপ্ত নাটকীয়তা নিয়ে জেগে ওঠার সুযোগ পেয়ে গেল। এরই পাশাপাশি অভিনেতার সংখ্যা বৃদ্ধি নাটকের ক্রমবিকাশের জগতে আর একটি বিরাট অগ্রগতি ঘটিয়ে দিল। অভিনেতার সংখ্যা বাড়ার ফলে নাট্যাঙ্গিকের ভিতর নাটকীয় সম্ভাবনা আরো অনেক বলীয়ান ও পেশিময় হয়ে উঠল এবং এরই ফলে কাহিনী ও ঘটনাপ্রবাহের ক্রমবর্ধমান জটিলতা সৃষ্টি সম্ভব হয়ে যাওয়ায় নাটকীয় দ্বন্দ্বের ভিত্তিভূমি বিপুল সম্ভাবনায় উচ্চকিত হয়ে উঠল।

নাটককে আঙ্গিকগত দিক থেকে পূর্ণতর রূপে গড়ে তোলার ব্যাপারে এসকিলাসের অবদান চিরস্মরণীয়। সে অবদান যেমন নাটকের বহিরঙ্গে, তেমনি অন্তর্গত চেতনার রাজ্যে। কুশীলবদের পোশাকের বৈচিত্র্য ঘটিয়ে, নাচের সৌকর্যে অভাবনীয় নতুনত্ব এনে, এবং নাট্য উপস্থাপনার কলা-কৌশলের ক্ষেত্রে উন্নততর শৈল্পিকতা সংযোজিত করে নাটকের বহিরঙ্গকে সমৃদ্ধ করেছিলেন এসকিলাস। নাটকের অন্তর্জগৎকে উজ্জ্বল করেছিলেন তিনি নাটকীয়

চরিত্রসমূহের মধ্যে 'স্বাধীন ইচ্ছা'র বীজ বুনে দিয়ে। ঐশ্বরিক ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বাধীন চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষকে সংগ্রামদীপ্ত করে এঁকে মানুষের মহত্ত্ব ও বেদনার এক মহান চিত্র উপহার দিয়েছেন তিনি। 'শৃঙ্খলিত প্রমিথিউস'-এ এই 'স্বাধীন ইচ্ছা'র এবং পাশব শক্তির বিরুদ্ধে শাশ্বত মানবিক মহত্ত্ব ও শুভবুদ্ধির চিরকালের সংগ্রাম ও বেদনার কাহিনীই রচিত হয়েছে।

আগেই উল্লেখ করেছি, এসকিলাসের নাটকের সংখ্যা নব্বই হলেও সেগুলোর মধ্যে থেকে মাত্র সাতটি নাটকই এ-যুগের পাঠকের হাতে এসেছে। বিভিন্ন নৈতিক প্রশ্ন, উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত পাপ ও তার অভিঘাত, চিরদুর্দশাধৃত মানব-ভাগ্যের অসীম বেদনার ভিতর থেকেও মানুষের অপরাজেয় সংগ্রামের শক্তি ও মহিমার চিত্র তাঁর এই নাটকগুলোতে প্রাধান্য পেয়েছে। 'শৃঙ্খলিত প্রমিথিউস' নাটকে জ্ঞান ও শুভবুদ্ধির ওপর হৃদয়হীন শক্তির চিরকালের নির্যাতন যেভাবে অঙ্কিত হয়েছে, ঠিক তেমনি, নিগ্রহ ও লাঞ্ছনায় বিস্রস্ত হয়েও প্রেম, প্রজ্ঞা ও মানবতার জন্যে মানুষের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা এবং ঐ লক্ষ্যে তার অপরাজিত সংগ্রামের মহিমা ও কাহিনী স্থান পেয়েছে। এই নাটকের নায়ক প্রমিথিউস সেই প্রেম, প্রজ্ঞা শুভবুদ্ধি পরাভবহীন সংগ্রামমহিমারই কালোত্তীর্ণ প্রতিনিধি।

এই বইটি ১৯৮২ সালে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের চিরায়ত গ্রন্থমালা সিরিজের অন্তর্ভুক্ত হল।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০

বিভিন্ন চরিত্র

প্রমিথিউস
ওশানাস : সমুদ্রের দেবতা
কোরাস : ওশানাসের কন্যা
আইও : আর্গসের ধর্মযাজিকা
হামিস : জিউসের দূত
হেপাসটাস : আগুনের দেবতা
শক্তি
দুর্মদ

[একটা প্রস্তরসংকুল পর্বতচূড়া। দূরে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। প্রমিথিউসকে টানতে টানতে প্রবেশ করে শক্তি ও দুর্মদ। তাদের পেছনে হেপাসটাস]

শক্তি

পৃথিবীর শেষপ্রান্তে আমরা তাহলে এসে গেছি।
সাইথীয় চারণক্ষেত্র—এ অরণ্যে
মানুষের পদপাত ইতোপূর্বে কখনো ঘটে নি।
হেপাসটাস, তোমার কর্তব্য তুমি কর। মনে রেখো,
প্রভু যে আদেশ তোমাকে দিয়েছেন
তাতে যেন ত্রুটি না ঘটে।
এই হচ্ছে বিদ্রোহী প্রমিথিউস! উত্তুঙ্গ পাথরের গায়ে
বেঁধে ফেল অবিশ্বাসীকে। আর গগন-বিদারী পর্বতের অজ্ঞাতবাসে
শিকলের বাঁধনে গেঁথে রেখে যাও
চিরদিনের জন্যে।
আগুন তোমার ঐশ্বর্য ; সে তোমার সেই সম্পদ চুরি করে
মানুষকে বিলিয়েছে ; দেবতাদের কাছে এ অপরাধ,
এ স্পর্ধা দুঃসহ ; নির্ধারিত
শাস্তির হাত থেকে পরিত্রাণ
তার কিছুতেই নেই।
যতদিন জিউসের সার্বভৌমত্বের কাছে আত্মদান সে না করবে,
যতদিন পর্যন্ত মানবজাতির জন্যে অনুভূতি শেষ না হবে তার—
ততদিন তার মুক্তি অসম্ভব।

হেপাসটাস

জিউসের আদেশ পালন হলে তোমরা চলে যাবে। কিন্তু যার শরীরে আমারই মতো দেবতার রক্ত, নিজে দেবতা হয়ে কীভাবে তার ওপর নিগ্রহ চালাব? কীভাবে নিষ্ঠুরের মতো এই দুঃসহ দুর্জয় গিরিসংকটের মধ্যে তাকে বেঁধে রেখে যাব?

কিন্তু তবু, তবু আমাকে করতেই হবে। হৃদয় আমার থাক না থাক, এ ছাড়া আমার উপায় নেই। জিউসের আদেশ লঙ্ঘন ভয়াবহ।

[প্রমিথিউসের প্রতি]

বিজ্ঞ থিমিসের পুত্র, মহান-হৃদয় দেবতা, তোমার মতো বিক্ষত হৃদয় নিয়েই তোমাকে এই পরিত্যক্ত চূড়ায় আমি বেঁধে রেখে যাব; যেখানে শুয়ে কোনো মানুষের কণ্ঠস্বর তুমি শুনবে না, কোনো প্রিয়জনের আকাঙ্ক্ষিত মুখ আনন্দ দিতে আসবে না তোমাকে যেখানে ; যেখানে দিনহীন রাত্রিহীন সূর্যের দুঃসহ আগুনে পুড়ে পুড়ে তোমার রক্তিম শরীর তার তরুণ সজীবতার সবখানি রঙ হারিয়ে ফেলবে।
আর প্রত্যেক নতুন মুহূর্ত তোমার শরীরকে প্রহার করার জন্য নতুন দুঃখ বয়ে আনবে। অথচ এ কষ্ট থেকে কোনো মানুষ তোমাকে মুক্তি দিতে পারবে না। মানবজাতির প্রতি তোমার দয়ার এই পরিণাম!
অথচ তুমি—মিলিত দেবতাদের ক্রোধকে উপেক্ষা করে, এমনকি
তোমার অধিকারের সীমাকে লঙ্ঘন করে
সেই মানুষকে স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার দিতে গিয়েছিলে।
এই দুঃসহ শিলায় বাঁধা থাকবে চিরদিন তুমি—এমনি,
একইভাবে দাঁড়িয়ে—বিনিদ্র—সম্পূর্ণ বিশ্রামহীন!
আর অসংখ্য আর্তনাদ আর যন্ত্রণার কাতরোক্তি—নিত্যসঙ্গী
তোমার—কাঁদবে—কিন্তু অর্থহীন! নির্মম এই জিউসের হৃদয়।
নতুন পাওয়া শক্তি চিরদিন এমনি ভীষণ!

শক্তি

অযথা দয়ায়
সময়ের মূর্খ অপচয় অর্থহীন!
কেন তাকে উপেক্ষায় ব্যর্থ হচ্ছ যে
আর সব দেবতার শত্রু?
তোমার সংগত অধিকারকে যে অন্যায় চাতুর্যে
মানুষকে হস্তান্তর করেছে?

হেপাসটাস

রক্তের টান আর বন্ধুত্বের বাঁধন বড় বেশি শক্ত!

শক্তি

সত্যি! তবু প্রভুর নির্ধারিত আদেশ সত্যি আরো। ভয়াবহ পরিণাম তোমার জানা!

হেপাসটাস

সব ব্যাপারেই তোমার নিষ্ঠুরতা! অন্যায় ক্ষতিতে তোমার পৈশাচিক উৎসাহ!

শক্তি

কিন্তু তাই বলে সহৃদয় আক্ষেপেও যে কী লাভ, বুঝতে এ অধম অপারগ। যা করবে তাড়াতাড়ি। এর জন্যে করার কিছুই তোমার নেই।

হেপাসটাস

নিজের ক্ষমতার ওপর আজ আমার ধিক্কার আসছে। ঘৃণা জাগছে সে হাতের ওপর যে তার আঙুলের সূক্ষ্ম উজ্জ্বল প্রতিভায় সবকিছু তৈরি করতে পারে।

শক্তি

নিজের ক্ষমতার ওপর এ ঘৃণা অযথা! সোজা চোখে দেখলেই সোজা লাগবে! যে অপরাধের দণ্ডে ব্যবহার করছ একে সেই দণ্ডে এর ভূমিকা নিন্দনীয় নয় কোনোদিন।

হেপাসটাস

সত্যি। তবু ভাবি, প্রতিভার অবাঞ্ছিত ভার যদি কারো হাতে দিয়ে মুক্তি পেতাম!

শক্তি

দেবতাদের ওপর রাজত্ব করা ছাড়া কঠিন এখানকার আর সব কাজ। এখানে স্বাধীন কেবল একা জিউস নিজে।

হেপাসটাস

সব জানি। তোমার প্রতিটা শব্দ অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

শক্তি

তাহলে তাড়াতাড়ি কর। তোমার আলসেমি প্রভুর চোখে পড়ার আগেই ওর গায়ে শিকল চাপাতে হবে।

হেপাসটাস

কবজির শিকল তৈরি।

[সে পরাতে আরম্ভ করে]

শক্তি

জলদি পরিয়ে দাও। ভালো করে হাতুড়ি ঠোকো। পাথরের সঙ্গে এঁটে যাওয়া চাই।

হেপাসটাস

হ্যাঁ, সেভাবেই ঠুকছি। এ লোহা কেউ খুলতে পারবে না।

শক্তি

আরো জোরে ঠোকো। জোরে—শক্ত করে—দেখো, যেন নড়বড়ে না হয়।

হেপাসটাস

হাতে যত জোরই থাক খুলতে পারবে না।

শক্তি

এবার অন্য হাতে লাগাও! ভালো করে বুঝিয়ে দাও যে তার সমস্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা জিউসের ক্ষমতার সামনে কী বিরাট হাস্যকর।

হেপাসটাস

একা প্রমিথিউস নিজে ছাড়া আর কেউ আমার নৈপুণ্যের ভুল ধরতে পারবে না।

শক্তি

এইবার বুকের ওপর পরাও—হ্যাঁ, বুকের দুপাশে নিষ্ঠুর কীলকের বিষদাঁতগুলো বসিয়ে দাও একের পর এক—জোরে, যত জোরে পার!!

হেপাসটাস

আমি আর দেখতে পারি না প্রমিথিউস। তোমার দুঃখ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে!

শক্তি

তুমি কুঁকড়ে যাচ্ছ হেপাসটাস! জিউসের শত্রুর জন্য? দেখো, শেষে তোমাকেও না আবার আমাদের করুণা করতে হয়।

হেপাসটাস

কিন্তু এ দৃশ্য কী করে আমি দেখি!

শক্তি

তার যোগ্য শাস্তি সে পাচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ধর এবার, শেকলটা পাঁজরের চারপাশে পরাও।

হেপাসটাস

পরাচ্ছি। আমাকে হুকুম কোরো না।

শক্তি

একশ বার করব। কাজ না করতে চাইলে তোমাকে তাড়িয়ে করাব আমি। হ্যাঁ, নিচের দিকে এবার—পায়ের বেড়িগুলো কষে লাগানো চাই।

হেপাসটাস

শেষ।

শক্তি

এবার এই শেকলটা। হ্যাঁ, আচ্ছা করে ঠোকো। ঢিলে না হয় যেন।

হেপাসটাস

তোমার কথায় আর চেহারায় কোনো পার্থক্য নেই দেখছি।

শক্তি

(বিদ্রূপের সঙ্গে) হয়েছে, এবার থামো। আমার দয়া মায়া আছে না আছে তা নিয়ে তোমাকে বকতে হবে না!

হেপাসটাস

পায়ের বেড়িটাও পোক্ত হয়েছে। এবার আমি আসি।

[হেপাসটাস চলে গেল]

শক্তি

(প্রমিথিউসের প্রতি) বেশ, থাকো তাহলে! (বিদ্রূপের সুরে) আর
এইখানে বসে বসে ভেতরের উত্তেজিত-রাগে
স্ফীত হও খুব করে। হ্যাঁ, আর দেবতাকুলের

সংগত সুবিধাকে মানুষের কাছে হস্তান্তর
এইবার মহাসুখে কর। দেখা যাক
মূর্খ মানুষ কোন অলৌকিক কৌশলের প্রতিভায়
তোমাকে মুক্ত করে। মিথ্যাই
সকলে তোমাকে বলে 'প্রমিথিউস'—বলে
ভবিষ্যৎ তোমার নখদর্পণে, কিন্তু বৃথা!
দ্যাখো কামারের তুচ্ছ শিকলের
মুষ্টিকে বিকল করার মতো সাধারণ নগণ্য জ্ঞানেরও
কত অভাব তোমার!

[শক্তি ও দুর্মদ চলে যায়]

প্রমিথিউস

হে মহান আকাশ, হে বহতা-সংক্ষুব্ধ হাওয়া,
হে গতিচঞ্চল নির্ঝরণীর উন্মীল সংগীত,
তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্রের হে অগণিত মুখর হিল্লোল,
হে পৃথিবী, জীবন-উদ্ভাবিনী মা আমার,
তোমরা, আর ঐ সর্বদর্শী সূর্যের উত্তুঙ্গ বিশাল বলয়
তোমরা দ্যাখো
দ্যাখো কী ক্ষমাহীন, হৃদয়হীন নিগ্রহ ঈশ্বরের—
আমার দেহে ;
আর কী দুর্বার ক্রোধের উপায়হীন শিকার আমি
উৎপীড়িত, লুণ্ঠিত, ক্লান্ত—
অগণিত বৎসরের উপায়হীন প্রতীক্ষাকে মেনে।
আর ঐ দেবতাকুলের উদ্ভাবিত
আমার চারপাশের এই অবিচারী
ঘৃণিত কারাগার তোমরা
দ্যাখো।
আমি কাঁদছি
যে দুঃখ আমার এসে গেছে তার জন্যে, আর সেইসব
দুঃখের কথা ভেবে যারা
আসবে
আমার মুক্তিদিনের সূর্যোদয় কবে! কবে!! কবে!!

কী সব বলছি আমি? যা কিছু ঘটবে তার সব
নিশ্চিত জানি তো আমি। কোনো দুর্দশাই
অজানার মতো আসবে না। প্রয়োজনের ক্ষমতাকে
অপ্রতিহত মেনে নির্ধারিত ভাগ্যের নির্দেশ
সহজে স্বীকার করা ভালো। এই দুঃখ আর যন্ত্রণার শীতে
ভাষা আর ভাষার অভাব একই সাথে যুঝে অবশেষে
এই বুকে সমাহিত। মানুষকে বহতা শান্তির
আশীর্বাদ দিতে গিয়ে আমি এই দৃঢ় শিকলের
অন্যায় শিকার আজ। আমি সেই নির্বোধ প্রেমিক
যে তার হৃদয়ের অনুকম্পার সততায়
আগুনের মূল উৎস খুঁজে পেয়ে, চুরি করে সে আগুন,
মানুষকে দিয়েছিল উপহার। সে আগুন, আজ
মানুষকে দিয়েছে শক্তি, জয়, সফলতা
অলৌকিক উদ্ভবের দিনে। প্রতিকারে আমি এই বিবাগী হাওয়ায়
পরিত্যক্ত, লাঞ্ছিত, ঘৃণার
অপব্যয়ী অপচয়।

হায় কে ওখানে? আমার দৃষ্টির
অনির্দেশ্য দূরে থেকে, কার স্বর, কিসের আঘ্রাণ
বহতা বাতাসে ভেসে গেল?
মানুষ? দেবতা? কিংবা অপদেবতার?
পৃথিবীকে পিছে ফেলে এই ভীত রক্তাক্ত চূড়ায়
আমার ব্যথিত কান্না শুনে যেতে
কে এসেছে? কিসের আগ্রহে?
তুমিও আমাকে দ্যাখো—আমি
একজন মহান দেবতা! অথচ নির্দয়
জিউসের প্রতিপক্ষতার দুর্দশায়
লাঞ্ছিত, ঘৃণিত, বন্দি—রুগ্ণ উপবাসের
আহার। হতভাগ্য মানুষের
উপকারী বন্ধু হতে গিয়ে
জিউসের অনুগত দেবতাকুলের
প্রতিপক্ষ!

আহা! আবার সে স্বর! এত কাছে! হয়তো পাখির
পাখার শব্দিত অভিঘাতে প্রতিবাদী হওয়ার জবাব।
(আমি ভীত—যা কিছু আসছে সব দ্যাখো!)

[কোরাসের প্রবেশ]

কোরাস

ভয় মোছো প্রমিথিউস—আমরা বন্ধু তোমার—সবাই!
পিতার অনিচ্ছুক অনুমতি-সম্মত আমরা, বহতা পাখার
গতিশীল আগ্রহে বাতাসের উদ্যোগী তাড়নায়
এই দূর উত্তুঙ্গ পর্বতে
এসেছি। তোমার শিকলের
উচ্চারিত আর্তনাদ আমাদের সুদূর গুহার
গভীরকে শিউরে দিলে আমাদের নম্র লাজুক
স্বভাবের আবরণ ফেলে
এখানে এসেছি।

প্রমিথিউস

সম্পন্ন টেথিসের সন্তান—ওশানাসের কন্যারা! হায়!
ওশানাস, যার জলের বিনিদ্র স্রোত পৃথিবীকে ঘিরে আছে! হায়!
আমার দীর্ঘশ্বাস তোমরা শোনো!
দ্যাখো—
দুরপনেয় যন্ত্রণায় শৃঙ্খলিত আমি
দ্যাখো, কী নিষ্ঠুর শাস্তির কবলে
পর্বতের আততায়ী চূড়ায় গ্রথিত, রক্তাক্ত এইসব
মুহূর্তের সাক্ষী হওয়ার
দরকারে

কোরাস

আমি দেখছি প্রমিথিউস! দেখছি এই নিঃসঙ্গ চূড়ায়
ক্ষমাহীন শিকলের বিরুদ্ধ সংগ্রামে তোমার শরীর
নিঃশেষিত ...
জানি আমি, এইসব নির্দয় নিগ্রহ
জিউসের প্রতিষ্ঠার উপক্রমণিকা—সমবেত
বিরুদ্ধ শক্তির

প্রতিরোধ ;
অলিম্পাস কাণ্ডারীর নতুন ধারক
সে এখন, অতীতের দর্পিত যুগের
সমস্ত শক্তির শেষ গোরস্তান
তার হাতে হবে।

প্রমিথিউস

এর চেয়ে ভালো হত যদি
জিউস আমাকে পুঁতে ফেলত নিঃসাড় মাটির নিচে—অন্ধকারে—
মৃতদের ভয়ার্ত দেশে—হেডিসেরও গভীরে অতলে; নিষ্ঠুর শৃঙ্খল
দিয়ে সেখানে রাখত বেঁধে—মুক্তিহীন—যাতে দেবতা কিংবা অন্য
কেউ আমার লাঞ্ছনা দেখে উল্লাসের সুযোগ না পেত।
পরিবর্তে দ্যাখো : বাতাসের প্রতিটি চাঞ্চল্য, প্রত্যেকটি কৌতুকের হাতে
কী করুণ ক্রীড়নক আমি! আমার লাঞ্ছনা
শত্রুর হৃদয়ে তৃপ্তির উল্লাস বয়ে আনে।

কোরাস

কোন দেবতার হৃদয় এত নিষ্ঠুর হে প্রমিথিউস, যে
এই মর্মান্তিক দৃশ্যে খুশি হবে? তোমার এই কাতর যন্ত্রণায়
দুঃখিত নয় কে—একা জিউস ছাড়া?
ক্ষমাহীন ক্রোধে নিশ্চিহ্ন করে চলেছে সে
ইউরেনাসের বংশধরদের—নিশ্চিহ্ন করতে থাকবে
এভাবেই—যতদিন কোনো সবল হাত
সক্ষমতার ষড়যন্ত্রে কেড়ে না নেয়
তার প্রিয় এই সিংহাসন!

প্রমিথিউস

আমি যা বলছি, শোনো সব! মনে রেখো
এর প্রতিটি বাক্যাংশ, অনুচ্ছেদ, প্রত্যেকটি কথা
অক্ষরে অক্ষরে সত্য! যদিও এখন
শৃঙ্খলিত আমি—পরিত্যক্ত, আমার শরীর
নির্যাতিত আষ্টেপৃষ্ঠে তবু আমাকেই—
তুচ্ছ উপেক্ষিত এই আমাকেই একদিন

প্রয়োজন হবে জিউসের! করজোড়ে আমার সম্মুখে
দাঁড়াবে সে; আভূমি আনত হবে
করুণ ভিক্ষায়; খিন্ন অনুনয়ে
জানতে চাইবে সেই ষড়যন্ত্রের আদ্যোপান্ত—যার ক্রোধ
নিঃশব্দে রাত্রির সাথে রচিত হচ্ছে তার হননের প্রতীক্ষায়।
জানতে চাইবে : কার হাত নির্দয় আঘাতে
তার মূঢ় স্পর্ধাকে অবনত করবে ধুলোয়;
আরো ঢের গোপন বৃত্তান্ত—ঢের উপাখ্যান—
জানতে চাইবে—ভবিষ্যৎ তার
কালো আস্তিনের নিচে যাদের রেখেছে ঢেকে—যার আদ্যোপান্ত,
আগামীর দ্রষ্টা আমি, জানি; অথচ যা
অন্যসব দেবতার কাছে অজ্ঞাত।
কিন্তু জেনো, জিউসের সেদিনের সব অনুনয়
ব্যর্থ হবে এ হৃদয়ে—তার সব পরবর্তী ভীতিপ্রদর্শনও
ব্যর্থ হবে। কোনো দরকারি তথ্যকেই
ভুলক্রমে এই ওষ্ঠ উচ্চারণ করবে না যতক্ষণ আমাকে সে
শিকলের এই দৃঢ় অবরুদ্ধ কারাগার থেকে
তুলে নেয় মুক্তির আলোয়।

কোরাস

তোমার চরিত্র-দৃঢ়তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা
অবারিত প্রমিথিউস! শ্রদ্ধা এজন্যে যে এত নির্যাতনের পরেও
তুমি ভেঙে পড় নি আজও কিংবা মচকাও নি
এতটুকু। উপরন্তু তোমার
আত্মার আকাঙ্ক্ষারা বড় বেশি শব্দময়, বেপরোয়া—
দুর্জয়, স্বাধীনতাকামী। দারুণ দুঃস্বপ্ন নিয়ে
আমি শিউরে উঠি তোমার ভাগ্যের
শঙ্কাময় ভবিষ্যৎ ভেবে। ভাবি, এ নির্যাতনের
বিক্ষুব্ধ সমুদ্র পার হয়ে শান্তির নিশ্চিন্ত
নিরাপদ বন্দরে তুমি কবে পৌঁছবে? কীভাবেই বা?
ক্রোনাস পুত্র এই জিউসকে জানে তো সবাই; জানে
তার রুদ্র স্বভাবের পরিচয়; জানে কী ক্ষমাহীন, ভয়াবহ

তার ক্রোধ, যার নির্বাপণ
করুণতম বাক্য কিংবা কাতরতম প্রার্থনার অনায়ত্ত।

প্রমিথিউস

জিউসের নির্দয়তা আমি জানি। জানি সে স্বর্গের
কানুনকে করেছে বন্দি—মদমত্ত দুর্বার স্পর্ধায়
অন্যায়ের স্বেচ্ছাচারী কারাগারে। তবু জেনো তার
এ জ্বলন্ত ক্রোধ-বহ্নি একদিন নিঃশেষিত হবে।
ধসে যাবে দম্ভের মিনার। নুয়ে পড়বে
শক্তির আশ্রয়। আর সেদিনের
নিপতিত ব্যথাহত জিউস নিঃশেষে
দাঁড়াবে আমার সামনে করজোড়ে—করবে প্রার্থনা
আমার বন্ধুত্ব। আর জেনো, আমিও সেদিন
হয়ে যাব শিশুর উপমা এক—সব ক্ষোভ,
সব প্রতিহিংসা, সব অতীত নিগ্রহ ভুলে গিয়ে
প্রসারিত করব তার দিকে শুভেচ্ছার
হাত—উষ্ণ রক্তিম আগ্রহে!

কোরাস

আমাদের বল তুমি প্রমিথিউস, যদি বলা
অসংগত না হয় : কেন, কোন অপরাধে
জিউস তোমার শরীরে চাপিয়েছে এই বন্ধুহীন
বন্দিত্বের শাস্তি, এ নির্দয় প্রহারের গুরুভার?

প্রমিথিউস

বেদনাদায়ক সেই কাহিনীর বর্ণনা, ললনারা, কিন্তু নীরবতা
বেদনাদায়ক আরো। সংকট উভয় পথেই।
প্রথম যখন ক্রোধের বহ্নিতে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল দেবতাকুল,
—তারা বিভক্ত হল দুই গোত্রে। একদলের অভীষ্ট :
ক্রোনাসের ক্ষমতাচ্যুতি—পরিণামে জিউসের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা।
অন্যদল, সম-বলীয়ান দৃঢ়তায়, যুদ্ধবদ্ধ হল জিউসের সার্বিক
কর্তৃত্ব প্রতিরোধে। আমি সে সময় বুদ্ধির পরিপূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে
নিরস্ত্র করতে চেষ্টা করলাম স্বর্গ ও পৃথিবীর সব টাইটান

পুরুষদের—এই রক্তক্ষয়ী পদক্ষেপ থেকে। কিন্তু ব্যর্থ হলাম।
কৌশলের শক্তিকে তারা ঘৃণা করত।
ক্ষমতার স্থূল মত্ততায় যুদ্ধকে মনে করত সর্বজয়ী সম্রাট বলে।
শক্তিকে ভাবত আইন। অবশ্য পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে কী ঘটবে
আমি পূর্বাহ্নে তা জানতাম। আমার মা ফিনিস ইতোপূর্বেই আমাকে
জানিয়েছিলেন : পাশব শক্তি কিংবা বাহুবল নয়,
বুদ্ধি ও কৌশলের জাদুকর প্রভাবই খুলে দেবে জয়ের অর্গল
ভবিষ্যৎ বিজয়ীর সামনে। সম্পন্ন যুক্তি দিয়ে আমি
তাদের বুদ্ধির কাছে আবেদন জানালাম! কিন্তু বৃথা! আমার
সবচেয়ে প্রাঞ্জল যুক্তিও ব্যর্থ হল তাদের মনোযোগ আকর্ষণে।
তখন যে-সব পথ খোলা ছিল আমার সম্মুখে, মনে হয়েছিল
তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো : জিউসের সপক্ষে দাঁড়ানো।
আমার মায়ের সঙ্গে আমি
দাঁড়ালাম তার পাশে। উদগ্রীব অভ্যর্থনা জানাল সে!
আমার অমোঘ পরামর্শের পথ ধরেই জিউস
ছিনিয়ে নিল বিজয়ীর শিরস্ত্রাণ—রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চালিয়ে;
পরাজিত হতভাগ্য ক্রোনাস নিক্ষিপ্ত হল কবরের নিঃশব্দ শয়নে,
তার প্রিয় সঙ্গীদের সঙ্গে! আর জিউসকে সেই সহৃদয়
বন্ধুত্ব দানের দ্যাখো আজ পরিণাম। দ্যাখো কৃতঘ্নতা কী ভয়াল!
উদয়াস্ত বন্ধুদের সন্দেহের চোখে দেখবার আত্মঘাতী রোগ
অত্যাচারীর মজ্জা কুরে খায় চিরকাল—বিরামহীন।
এবার তোমার প্রশ্ন : কেন এই নির্যাতন!
বলছি। পিতৃ-সিংহাসন অধিকার শেষ করে, দেবতাকুলের প্রত্যেকের হাতে
অর্পণ করল সে নতুন নতুন কর্তৃত্ব ;
পরিপূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করল তাদের প্রত্যেককে।
শুধু হতভাগা মানুষের প্রতি দেখাল সে প্রচণ্ড উপেক্ষা; সিদ্ধান্ত জানাল :
মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে সৃষ্টি করবে সে এক নতুন জাতি পৃথিবীর ওপর!
শুধু আমি, একমাত্র আমিই সেদিন তার সেই
অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে মাথা তুলে। জানিয়েছি প্রতিবাদ!
মানুষকে বাঁচিয়েছি সেই অন্ধকারময় সর্বগ্রাসী অপমৃত্যু থেকে।
মানুষকে সেদিন সেই করুণা করার শাস্তি পাচ্ছি আমি আজ! হায়,

প্রত্যাঘাত কী ভীষণ, নির্যাতন কী চক্ষুহীন! যার প্রচণ্ডতা
জিউসের মহান নামে এঁকে দিচ্ছে কলঙ্কের কালিমা।

কোরাস

শুধুমাত্র লৌহনির্মিত হৃদয়, শুধুমাত্র পাথরের
নির্দয় আত্মাই, প্রমিথিউস, তোমার এ অকথ্য বেদনায়
নির্বিকার থাকতে পারে! যদি আগে জানতাম, তোমার শরীর
এমন প্রহার-বিক্ষত, তবে হয়তো তোমাকে দেখতে চাইতাম না।
তোমাকে দেখে রাগে দুঃখে আমার হৃদয় বিস্রস্ত হচ্ছে।

প্রমিথিউস

যারা বন্ধু, আমি জানি, এ দৃশ্য তাদের দুঃখ না দিয়ে পারে না।

কোরাস

এতক্ষণ যা বলেছ, এ ছাড়া আর কোনো অপরাধ ছিল তোমার?

প্রমিথিউস

ছিল। আমি মানুষকে দিয়েছিলাম সেই ক্ষমতা যাতে সে তার অবধারিত মৃত্যুকে দেখতে না পায়।

কোরাস

কী দিয়েছিলে তাদের তুমি যাতে তারা অধিকারী হয়েছিল এ ক্ষমতার?

প্রমিথিউস

আমি তাদের অন্তরে বুনে দিয়েছিলাম অন্ধ আশাবাদ।

কোরাস

তোমার এ দান তাদের কল্যাণ করেছে।

প্রমিথিউস

কিন্তু এ ছাড়া আরো দিয়েছি আমি তাদের। আমি তাদের দিয়েছি আগুন।

কোরাস

কি? মানুষ—যার জীবন কয়েকটি মুহূর্তের বুদ্বুদ ছাড়া কিছু নয়, সে-ও আজ আগুনের রক্তিম দীপ্তির অধিকারী?

প্রমিথিউস

হ্যাঁ, তাই। আর এই আগুনই তাদের সামনে খুলে দেবে অগণিত সম্ভাবনার হিরণ-দরোজা।

কোরাস

হায়, আর এজন্যেই তোমাকে বইতে হচ্ছে এই নিদ্রাহীন যন্ত্রণার
অক্রোশ, এই মাংস-বিস্রস্তকারী প্রহারের মুখহীন অভিশাপ।

প্রমিথিউস

হ্যাঁ, এজন্যেই।

কোরাস

তোমার এ দুঃখজয়ী পরীক্ষার কাল কি শেষ হবে কোনোদিন?

প্রমিথিউস

না। অন্তত যতদিন জিউস নিজস্বার্থে আমাকে মুক্ত করা জরুরি না ভাবছে।

কোরাস

হায় প্রমিথিউস, বৃথাই তুমি ভাবছ, সে তোমাকে মুক্তি দেবে। কেন তুমি বুঝছ না, তুমি অপরাধ করেছ! মহা অপরাধ! কিন্তু তোমাকে অন্যায়কারী বলা আমার পক্ষে দুর্বহ বেদনা—আর তোমার ওপর নিগ্রহের নামান্তর। এস, এসবের চেয়ে তোমার মুক্তির উপায় নিয়ে কিছু ভাবা যাক।

প্রমিথিউস

কারা-প্রাচীরের বাইরে দাঁড়িয়ে ভিতরের
অসহায় কয়েদির উদ্দেশে উপদেশ বিতরণ সহজ। শোনো :
আমার সে আত্মঘাতী কৃতকর্মের সমস্ত ভয়াবহ পরিণাম আমি
আগেই জানতাম। জানতাম কী সব শাস্তি
আমার জন্য অপেক্ষা করছে ভবিষ্যৎ পথের ওপর—আমার সে
'অবাঞ্ছিত' অপরাধের প্রত্যুত্তরে। তুমি বলেছ : আমি অপরাধ
করেছি। কিন্তু কেন করেছি সে অন্যায়—সমস্ত পরিণাম
জেনেও? শোনো : আমার অন্তরাত্মা সেদিন অস্বস্ত
উন্মুখ হয়ে উঠেছিল সেই অন্যায়ের জন্যে। মানুষের অসহায়তা আমাকে

ব্যথিত, বিচলিত করে দিয়েছিল। মনে হয়েছিল সেই
মহৎ অন্যায়ের পাশে আমার সমস্ত স্বর্গীয় পুণ্য নিষ্প্রভ।
অস্বীকার করব না ভীত হয়েছিলাম সে অপরাধের সর্বাত্মক
শাস্তির কথা ভেবে। তবু বলি, ঘুণাক্ষরে আশঙ্কা করি নি : এত ক্ষমাহীন
হৃদয়হীন হবে সে নিগ্রহ—এত নির্দয় আর রক্তঘাতী—
বিজন পর্বতচূড়াকে এভাবে ব্যথিত করতে হবে যন্ত্রণার
নিত্যসঙ্গী আর্তনাদে।
অশ্রু মোছো ললনারা। তোমাদের ব্যথিত দীর্ঘশ্বাসে
দুর্বহ করে তুলো না আমার এ যন্ত্রণা। নেমে এস
মাটিতে—এখানে! খুব কাছে। বলব আজ তোমাদের সব!
বলব সেই বেদনার্ত ঘটনার আদ্যোপান্ত যা ভবিষ্যৎ আমার জন্যে
লুকিয়ে রেখেছে।

কোরাস

তোমার অনুরোধ আমরা রাখব প্রমিথিউস! এস ভগ্নীরা!
নেমে এস : উল্লসিত পাখিদের অবাধ স্বাধীন পথে সঞ্চরণক্ষম ঐ
আশ্চর্য রথের নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে নেমে এস রুক্ষ প্রস্তর-বহুল
এই মাটিতে। বল প্রমিথিউস, বল সেই অকথিত কাহিনী! আমাদের
সমস্ত হৃদয় উন্মুখ সে কাহিনীর প্রত্যাশায়।

[মেয়েরা তাদের রথ থেকে মাটিতে নেমে পড়ে ও একখানে সমবেত হয়ে দাঁড়ায়। এমন সময় ওশানাস পাখাঅলা একটা চতুষ্পদ প্রাণীর ওপর চেপে সেখানে পৌছয়]

ওশানাস

দীর্ঘ পথ পার হয়ে তোমাকে দেখতে
এখানে এসেছি, প্রমিথিউস। তোমার দুর্দশায় আমার দুঃখিত হবার
কারণ কেবল এ নয় যে তোমার সঙ্গে সম্পর্কিত আমি রক্তের বাঁধনে!
তোমার দুঃখে আমি দুঃখিত কেননা দেবতাকুলের মধ্যে
তোমার ওপর শ্রদ্ধা আমার সবচেয়ে বেশি। জানি দুঃখে জর্জরিত
তোমার বিক্ষত হৃদয়ে এসব কথাকে হয়তো আজ মনে হচ্ছে সুন্দর
অতিরঞ্জিত মিথ্যাচার, মনে হচ্ছে উদ্দেশ্যমূলক তোষামোদ;
তবু জেনো, তোমার প্রতি আমার এই একান্ত নৈবেদ্যের মধ্যে
মিথ্যার স্থান

এতটুকু নেই। বল, এই দুঃখের শৃঙ্খল থেকে তোমার মুক্তির
ব্যাপারে কী সাহায্য করতে পারি আমি? নির্দ্বিধায় বল,
প্রমিথিউস! অন্তরের অন্তস্তলে অন্তত তুমি তো জানো,
ওশানাসের চেয়ে অনুগত নির্ভরযোগ্য বন্ধু তোমার
আর নেই।

প্রমিথিউস

আবার এ কার স্বর? কে এখানে? হায়, তুমি! বন্ধু—
ওশানাস! তুমিও এসেছ? কোন আত্মঘাতী দুঃসাহস
তোমাকে এনেছে ডেকে এ বিবিক্ত পর্বতচূড়ায়
প্রস্তর-খচিত দূর সমুদ্রের নিবিড় গুহার
নিশ্চিত আশ্রয় থেকে?
আমার দুর্দশা দ্যাখো ওশানাস—পড়ে আছি পরিত্যক্ত এই
নীরক্ত নির্জনে; ভীত উদ্ধাররহিত।

ওশানাস

সবই দেখছি আমি। দেখছি সেই সব
অবিশ্রান্ত প্রহার আর রক্তাক্ত নির্যাতন—উন্মাদ দংশনের মতো যারা
তোমাকে ঘিরে আছে সর্বক্ষণ—চক্ষুহীন, ক্রূর মুখব্যাদানে।
তোমাকে উপদেশ দেবার ধৃষ্টতা নেই, তবু এই বিপন্ন মুহূর্তে
কিছু না-বলাও একইরকম অন্যায়! নিজেকে নিয়ে
আর একবার ভাবো, প্রমিথিউস! ভুলে যেয়ো না স্বর্গরাজ্য
আজ এক নতুন গর্বোদ্ধত শক্তির পদানত।
তার ইচ্ছা ও শক্তিই আজ সমস্ত দেবতাকুলের একমাত্র
বিধিলিপি। আমার অনুরোধ শোনো !
বিচক্ষণ হও! নিজের শক্তির সীমাবদ্ধতার কথা মনে রাখো।
সীমাহীন অসম্ভবের সঙ্গে মিছেমিছি যুদ্ধ করে
লাভ নেই। যদি আজও জিউসের বিরুদ্ধে এইসব ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ থেকে
তুমি বিরত না হও, তবে মনে রেখো এর অবধারিত শাস্তি
তোমাকে পেতেই হবে! আর সে শাস্তি হবে বর্তমান নির্যাতনের চেয়েও
ভয়াবহ।
অসুখী বন্ধু আমার, শোনো : শান্ত হও!

কী ফল এই রক্তাক্ত নির্যাতনের বিস্রস্ত আর্তনাদকে
সহযাত্রী করে? জানি এইসব বিনীত অনুরোধকে তোমার
মনে হচ্ছে সময়ের অপচয়! তবু
মনে রেখো : যে আজীবন শত্রু তোমাকে দুর্দশার অন্তহীন
বিবরের অধিবাসী করেছে আজ, সে তোমার দর্পিত অহংকারী
রসনা। জিউসের বিরুদ্ধে উচ্চারিত বিক্ষুব্ধ
প্রতিবাদই তোমার এই মর্মন্তুদ পরিণামের কারণ।
তোমার অসাধারণ শব্দরাজির
প্রতিভাবান পাপই তোমার শত্রু। জানি দুঃসহতম দুঃখও
তোমার এই দুর্বার প্রতিবাদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে পারবে না।
নির্যাতন তোমাকে করতে পারবে না পরাভূত। রক্তপ্রবাহের
প্রতিটি জীবন্ত কণায় তুমি বয়ে চল দুঃখ বহনের এক
জন্মান্ধ শক্তি। তবু বলি : আমার পরামর্শ তুমি শোনো!
শান্ত হও। সংযত কর
দুর্বিনীত ভাষা! কী লাভ বর্শার ঘাতক ফলায়
নিজেকে রক্তাক্ত করে!
দেখেছ তো অসংযত ভাষা কী অভাবিত
ভয়াবহ পরিণাম বয়ে আনতে পারে।

প্রমিথিউস

যা আমাকে সবচেয়ে বিস্মিত করছে এ মুহূর্তে
তা হল : আমার দুর্দশার প্রতি এমন প্রকাশ্য সহানুভূতি
দেখাবার পরেও কী করে জিউসের ক্রোধের জাগ্রত নখর থেকে তুমি
বেঁচে আছ?
ভাগ্যবান তুমি ওশানাস! কিন্তু আর নয়।
যাও! নিজেকে ছুটি দাও এই অর্থহীন দুর্ভাবনা থেকে। তুমি তো জানো
তোমার কাতরতম অনুনয় তার কঠিন হৃদয়ে
বিন্দুমাত্র করুণাও জাগাতে পারবে না? ফিরে যাও! নিজেকে নিরস্ত কর
এই আত্মধ্বংসী দুর্বিনয় থেকে—জিউসের রক্তাক্ত ক্রোধের নখর
তোমাকে চিনে ফেলবার আগেই—ফিরে যাও!

ওশানাস

বহুদিন থেকে দেখে আসছি : নিজেকে
বুদ্ধি দেবার ক্ষমতা তোমার থাক বা না থাক, অন্যকে
পরামর্শ দেবার প্রতিভা তোমার অসাধারণ!
কিন্তু বন্ধু—যত মহামূল্য উপদেশই দাও, আজকের এ চেষ্টা
থেকে আমাকে বিরত করার চেষ্টা কোরো না। ফল হবে না।
বিনীত প্রার্থনায় আজ জিউসের পদপ্রান্তে প্রার্থনা করব
তোমার মুক্তি! আমি জানি, নিশ্চিতভাবে জানি : যত হৃদয়হীন সে
হোক, আমার এ আন্তরিক প্রার্থনার আর্তিটুকু জিউস বুঝবেই—
অন্তত স্বর্গচালনা ব্যাপারে আমার দরকারের কথা চিন্তা করেও
আমার অনুরোধকে সে উপেক্ষা করতে পারবে না।

প্রমিথিউস

অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে, ওশানাস!
আমার মঙ্গল-চিন্তায় তোমার এ আন্তরিক শুভেচ্ছাটুকু
চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণে থাকবে।
তবু বলব : ছেড়ে দাও বিপদ-আস্তীর্ণ এই আশঙ্কাভীত
পথ! দুর্ভাগ্যের আততায়ী দাঁত আমাকে ঘিরে থাক! কী প্রয়োজন
নিজের দুঃখের সাথে অন্যদের ভাগ্যকে জড়িয়ে? এখনো
সময় আছে—ফিরে যাও! শিক্ষা নাও আমার মহান ভাই
আটলাসের পরিণতি থেকে—শক্তির দর্পিত অহংকারে যার
উন্নত মাথা উপেক্ষা করে দাঁড়িয়েছিল সমস্ত বিশ্বকে—
দ্যাখো তার পরিণাম। কী লাঞ্ছিত, নিপীড়িত আর পতিত
সেই শির! শিক্ষা নাও ভূলোক দ্যুলোকের সেই সর্বত্রাসী
দানব টাইফনের দুঃখময় বিপর্যয় থেকে। সুদূর পৃথিবীর
নির্জন গুহার সন্তান সেই শতানন দানবকে তুমি তো
জানতে! দেখেছ তো কী দুরন্ত পাশব আঘাতে ভেঙে দেওয়া
হয়েছে তার উদ্ধত নখরের দুর্জয় শক্তি! দেবতাদের সম্মিলিত
শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল সে—আর
উচ্চণ্ড আক্রোশে তার ভয়াল মুখবিবর থেকে উদ্গীরণ করেছিল
সন্ত্রাসের সর্বগ্রাসী শিখা। আর তার চোখ থেকে
অশুভ আলোর ভয়াবহ আগ্নেয় হলকা বেরিয়ে উদ্যত

হয়েছিল জিউসের সিংহাসনকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে! কিন্তু আজ?
অন্তহীন করুণ অতলে নিক্ষিপ্ত তার সেই দম্ভের
উদ্ধত আস্ফালন। তাকিয়ে দ্যাখো : জিউসের সর্বঘাতী বজ্রের
নির্দয় আঘাত টাইফনের তরুণ হৃদয়কে কীভাবে ছিন্নভিন্ন করে
দিয়েছে। তার সেই উত্তুঙ্গ দম্ভকে—তার প্রদীপ্ত অমিত শক্তিকে
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে কী দুঃখময় ভস্মে পরিণত করেছে।
এটনার পাদদেশে সমুদ্রের সৈকতের ওপর অসহায়ভাবে সে শুয়ে
আছে আজ—পরাজিত, হাস্যকর, করুণ। আর সেই পর্বতের চূড়ায়
দেবতা হেপাসটাস তার আগ্নেয় কামারশালায় উত্তপ্ত রক্তিম লোহাদের
পিটিয়ে চলেছে রাত্রিদিন। তবু জেনো ঐ
পর্বতচূড়া থেকেই একদিন ভয়াবহ অগ্নিময় স্রোত অজস্র ধারায়
নেমে এসে সর্বপ্লাবী জিহ্বার নিচে ঢেকে ফেলবে উর্বর সিসিলির
স্বপ্নিল সব শস্যক্ষেত্র। আর এ সবই ঘটবে দুর্বিনীত টাইফনের
দারুণ আক্রোশে। জিউসের বজ্রাগ্নিতে যদিও দগ্ধ বিস্রস্ত সে আজ,
তবু প্রতিশোধ-স্পৃহা তাকে জাগিয়ে তুলবে একদিন—দুঃসহ ক্রোধে
তার আমুণ্ড শরীর উন্মথিত হবে—তৃপ্তিহীন অগ্নিময় উদ্গীরণে।
তোমর জীবন-অভিজ্ঞতা ব্যাপ্ত, ওশানাস! তোমাকে পরামর্শ দেওয়া
বাতুলতা। তাই বলি : নিজেকে বাঁচাও, যেহেতু নিজেকে বাঁচাবার
ক্ষমতা তোমার আছে। আমাকে মুক্ত করার নিষ্ফল চেষ্টা থেকে
বিরত হও। জেনে রাখো : যতদিন জিউসের দুরপনেয় ক্রোধের উপশম
না ঘটছে ততদিন যন্ত্রণার এই দুঃসহ পেয়ালা আকণ্ঠ পান করে
যাওয়া ছাড়া
আমার গত্যন্তর নেই।

ওশানাস

তুমি কি জানো না প্রমিথিউস, ক্রোধ এমন এক রোগ যার আরোগ্য
সুন্দর মনোরঞ্জনকারী কথার দ্বারা সম্ভব।

প্রমিথিউস

জানি। যদি ক্রোধ-উপশমে তার প্রয়োগ হয় সময়োচিত। সময়োচিত না
হলে সুন্দরতম কথা ক্রোধকে আরও বাড়িয়েই তোলে।

ওশানাস

কিন্তু তুমি কি বলতে চাও, এই মুহূর্তে তোমাকে উদ্ধার করার উদ্যোগ নিলে আমি জিউসের চোখে অপরাধী বিবেচিত হব?

প্রমিথিউস

নিশ্চয়ই। উপরন্তু এই মুহূর্ত সে উদ্যোগ হবে অসময়োচিত—তরল শিশুসুলভ নির্বুদ্ধিতা।

ওশানাস

বেশ মেনে নিচ্ছি তোমার কথা! কিন্তু সব সময় বিজ্ঞতা দিয়ে চলাটাই কি খুব বিজ্ঞতা-সম্মত? অনেক সময় এমন তো দেখা যায় : বিজ্ঞ ব্যক্তি নিজেকে বিজ্ঞ বলে না-বুঝতে পারায় তার বরং কিছু সুবিধাই হয়ে যায়।

প্রমিথিউস

কিন্তু তোমার চেষ্টা ব্যর্থ হলে সে ঋণ শোধ করবে কে?

ওশানাস

এমনভাবে কথা বলছ যে মনে হচ্ছে এসব চেষ্টা রেখে ফিরে যাওয়াই ভালো।

প্রমিথিউস

কিন্তু অযথা শত্রু বাড়িয়েও যে কী লাভ, তাও তো বুঝছি না।

ওশানাস

শত্রু? কে শত্রু হবে? তোমাদের ঐ নতুন সর্বশক্তিমান সম্রাট?

প্রমিথিউস

মনে রেখো তাকে ঘাঁটিয়ে তোমার কোনো লাভ হবে না।

ওশানাস

তোমার দুর্ভাগ্য থেকে অন্তত এটুকু শিক্ষা আমার হয়েছে।

প্রমিথিউস

তবে যাও! ফিরে যাও! ঘরে ফিরে যাও তুমি!

ওশানাস

বেশ যাচ্ছি। তুমি চেঁচিয়ো না দয়া করে! আমার এই চতুষ্পদ প্রাণীটি এর মধ্যেই পাখার দোলায় হাওয়ার পথ মাতিয়ে তুলেছে। তাড়াতাড়ি ঘরের বিশ্রামে ফিরে যেতেই মনে হয় সে আগ্রহী।

(ওশানাস চলে যায়)

কোরাস

আমি কাঁদছি, প্রমিথিউস, তোমার জন্যে
তোমার নিঃসহায় নিয়তির জন্যে!
আমার দু-চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে
প্রশান্ত ধারায়—গণ্ডদেশ ভিজিয়ে ...
নিজের উদ্ভাবিত আইনের শৃঙ্খলে সে
লুণ্ঠিত করেছে স্বর্গের স্বাধীনতা;
তোমাকে দুঃসহ নির্যাতনে পীড়িত করে
সে প্রমাণ করছে তার দর্পিত আধিপত্য
অতীতের সমস্ত দেবতাকুলের ওপর!

আজ প্রতিটি দেশ উচ্চকণ্ঠে কাঁদছে
তোমায় ব্যথায়! সারা ইউরোপ
তোমার আর টাইটানদের দুঃখে শোকাভিভূত!
সবাই ব্যথাভারাক্রান্ত আজ তোমাদের অতীত শাসনের
মহান ঐশ্বর্যময়তার বিধুর স্মৃতিতে।

পবিত্র এশিয়ার প্রান্তরে প্রান্তরে
সমৃদ্ধ জনপদ গড়ে তুলেছে যেসব নতুন গোত্র
তারাও তোমার দুঃখে কাঁদছে উচ্চকণ্ঠে।

ঐ শোনো ক্যালসীয় নির্ভীক আমাজান কুমারীরা
কেঁদে যাচ্ছে তোমার শোকে বিনম্র বিষণ্ণতায়।
পৃথিবীর শেষপ্রান্তে মেওতিস হ্রদের কিনারে
বাস করে যে সাইথীয়রা,
ককেশাস পর্বতের দুর্ভেদ্য উঁচু দুর্গের

প্রহরহীন প্রহরায় যেসব দুধর্ষ আরব নিদ্রাহীন,
উন্নিদ্র বর্ষার ঝনাৎকারে যারা প্রতিধ্বনিত করে
ধাতব সংগ্রাম,
তারাও আজ কাঁদছে তোমার ব্যথায়!

এর আগে একবার মাত্র একজন টাইটান দেবতাকে
এভাবে নির্যাতিত হতে দেখেছি—সে অ্যাটলাস!
শাস্তিপ্রাপ্ত সেই শক্তিমানকে দ্যাখো—দাঁড়িয়ে আছে
নিগড়বদ্ধ অবস্থায়। অনন্তকালের জন্যে!
আকাশের বিশাল ছাদকে পিঠের ওপর
বয়ে যাবার শাস্তি মাথায় করে অসহায়ভাবে সে
দাঁড়িয়ে আছে—চোখে তার বেদনার অশ্রু!

বিশাল সমুদ্রের নিদ্রাহীন অশান্ত ঢেউয়েরা
কাঁদছে তার বেদনায়!
ঐ শোনো সমুদ্রের গভীর তলদেশের বিষণ্নতা
কাঁদছে আজ তার জন্যে।
মাটির নিচের মৃতদের পৃথিবীর গভীর অন্ধকার
জাগিয়ে তুলেছে আহত আর্তনাদ।
বহমান নদীর পবিত্র চঞ্চল উৎসেরা
কেঁদে চলেছে তার দুঃখে, করুণায়।

প্রমিথিউস

ভেবো না আত্মসম্মানের ভয়ে
এই অন্যায় আমি সহ্য করছি এমন নিঃশব্দে
জিউসের অকথ্য অত্যাচার ঘৃণায় আক্রোশে
আমার হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। আমিই কি একদিন
এই নতুন দেবতাকুলকে ক্ষমতার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত
করি নি? তুলে ধরি নি তাদের প্রয়াসের সামনে স্বর্গের
আকাঙ্ক্ষিত সিংহাসন? আর সেই সহৃদয় উপকারের জবাবে
এই অবিবেকি ঘৃণ্য প্রতিদান? এই নির্বাসন? এই প্রহার? এই
অন্তহীন নিঃসঙ্গতা? কিন্তু থাক সে কথা!

এবার শোনো মানুষের দুঃখ উপশমের জন্যে কী কী
আমি করেছি। প্রথমে তারা ছিল চেতনা-বর্জিত, আমি
তাদের দিয়েছি চৈতন্য ও ধীশক্তি। মানুষের সাফল্যকে ছোট
করে দেখানো আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু বলতে চাই মানুষকে
এসব উপহার দিয়েছিলাম কী নির্মল ঐকান্তিক
শুভেচ্ছায়। এখনকার মতো তখনো চোখ ছিল তাদের, কিন্তু
সে চোখের দৃষ্টি ছিল বোধশূন্য। শব্দ তারা তখনো শুনত,
কিন্তু বুঝত না কী তার অর্থ। স্বপ্নের মতোন তাদের জীবন
কেটে যেত বিভ্রান্ত ও উদ্দেশ্যহীন অবস্থায়।
গৃহ নির্মাণই বলো আর আসবাবপত্র তৈরিই বলো,
কোনোকিছুই তখনো তারা শেখে নি। পিঁপড়ের দলের মতো
তখনো তাদের জীবন কাটত ক্ষুদ্র অপরিসর গর্তে—
স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার গুহায়। জানত না কীভাবে করতে
হয় ঋতু বিভাগ। কীভাবে চিহ্নিত করতে হবে ফুলমঞ্জরিত
বসন্ত থেকে ফলভারনম্র গ্রীষ্ম বা নীরক্ত শীতকে।
জ্ঞানহীনতার অন্ধ আবর্তে দিশাহারা তারা তখন।
আমি তাদের শিখিয়েছি নক্ষত্রের উদয় ও অস্তগমন
নির্ধারণের অপরিজ্ঞাত দুরূহ বিদ্যা। তাদের সুবিধার জন্যে
উদ্ভাবন করে দিয়েছি গাণিতিক সংখ্যা, যাতে তারা
এগিয়ে যেতে পারে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায়। ভাষা এবং লিখন-পদ্ধতিও
মানুষকে শিখিয়েছি আমি, যাতে অতীতের স্মরণীয়
ঘটনাবলিকে তারা লিপিবদ্ধ করে রাখতে পারে—ব্যবহার
করতে পারে শিল্পের বিচিত্র প্রয়োজনে।
আমিই প্রথম পশুদের কাঁধে জোয়াল চাপিয়ে তাদের
পরিণত করেছি মানুষের আজ্ঞাবহে। মানুষকে তারা
মুক্তি দিয়েছে ভারবহনের দুরূহ দায়িত্ব থেকে।
ঘোড়াকে আমিই নিযুক্ত করেছি রথ টানার কাজে—শিখিয়েছি
লাগামের অনুবর্তী হতে; মানুষের সম্পদ ও সমৃদ্ধির প্রতীকও
করেছি তাদের। আমিই তৈরি করেছি সমুদ্রের বুক চিরে ছুটে-চলা
পাল-তোলা জাহাজদের—শনের রুপালি ডানাঅলা
রহস্যময় সাগর-কন্যা সব যেন।
হ্যাঁ, এই সমস্ত কিছুই আমি উপহার দিয়েছি মানুষকে।

কিন্তু হায়, আজ মনে হচ্ছে : এই যন্ত্রণা থেকে নিজেকে বাঁচাবার
কৌশলটুকুই আমি বোধহয় শুধু শিখি নি।

কোরাস

দুঃখ থেকে জন্ম নেয় আত্মহীনতাবোধ।
কষ্টে বিভ্রান্তিতে তুমি পথ হারিয়ে ফেলেছ। একজন বাজে
ডাক্তার অসুখে পড়লে যেভাবে অসহায়ের মতো নিজের
ওষুধ খুঁজে বেড়ায়, সেভাবেই তুমি খুঁজছ আজ তোমার
আরোগ্যের পথ।

প্রমিথিউস

শোনো : এবার আমার কথার বাকিটুকু শোনো! মানুষকে
আরো কী কী দুর্লভ উপহার দিয়েছি।
একটা সময় ছিল যখন মানুষ জানত না কী করলে রোগের উপশম হবে—
জানত না কঠিন বা তরল কোন ওষুধ বা প্রলেপ ব্যবহার
করলে ঘটবে রোগমুক্তি।
আমি তাদের শিখিয়েছি কী করে বিভিন্ন জাতের
ঔষধি সংমিশ্রণে তৈরি হতে পারে রোগ-যন্ত্রণা থেকে
মুক্তি পাবার ওষুধ। এরপর আমি উদ্ভাবন করেছি
ভবিষ্যৎবাণীর বিবিধ প্রণালি। স্বপ্নের মাধ্যমে মানুষের
কাছে উদ্ঘাটিত করেছি নিয়তির লিখন।
আমি মানুষকে শিখিয়েছি পথ চলতে হঠাৎ-শোনা
বিশেষ কোনো কথা বা শব্দের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কী;
অথবা কী ঘটতে পারে হঠাৎ কোনো বিশেষ দৃশ্য
দেখলে। শিখিয়েছি নখর-অলা শকুন
কীভাবে উড়ে গেলে তা হবে সৌভাগ্যের চিহ্ন,
কীভাবে উড়লে তা হবে দুর্দশার প্রতীক। কীভাবে
প্রতিটি প্রাণী পৃথিবীর বুকে অব্যাহত রেখেছে তাদের
উদ্দীপ্ত প্রাণধারা, কীভাবে পরস্পরের সাথে তারা
লিপ্ত আছে সংগ্রামে ও সৌহার্দ্যে। উৎসর্গীত পশুর
মেরুদণ্ড এবং উরুর হাড় চর্বিতে মুড়ে আগুনে পুড়িয়ে আমি
মানুষের কাছে উদ্ঘাটিত করেছি এক গূঢ় আধ্যাত্মিক বিদ্যা। মানুষ

জানতে পেরেছে হোমাগ্নির সাংকেতিক অর্থ, যা আগে তাদের কাছে
ছিল অজ্ঞাত। এ তো গেল গূঢ় জ্ঞানের প্রসঙ্গ। এ ছাড়াও
অসংখ্য অবদানে সমৃদ্ধ করেছি আমি মানুষের জীবন।
পৃথিবীর বুকের ভিতরের বহুযুগ সঞ্চিত সোনা, রুপা, ব্রোঞ্জ
ও লোহার ঐশ্বর্যময় রত্নাগার আবিষ্কার করে তাকে
দিয়েছি। যদি এক কথায় বলতে চাও, মানুষের জন্যে আমার
সামগ্রিক অবদান কী, তবে বলতে পার :
মানুষের সমস্ত জ্ঞান ও নৈপুণ্য প্রমিথিউসেরই দান।

কোরাস

নিজের দুঃখের বিনিময়েও একদিন
মানুষকে সাহায্য করা কর্তব্য ভেবেছ। আজ কেন
নিজেকে এই দুঃখের হাত থেকে রক্ষা করাকে
কর্তব্য ভাবতে পারছ না। আমি বিশ্বাস করি
চেষ্টা করলে একদিন এই বন্দিত্বের অভিশাপ থেকে
নিজেকে মুক্ত করতে পারবেই।

প্রমিথিউস

ভাগ্য সবকিছু যথাসময়েই পূর্ণ করে।
সর্বনিয়ন্তা নিয়তি আমার মুক্তি অনুমোদন করেছে
ভিন্নপথে। আমার মুক্তি আসবে বহুকাল পর—
এক সাগর বেদনা ও বিপর্যয়ের রক্তাক্ত দরবার পার হয়ে।
'প্রয়োজনের ক্ষমতার' সামনে অন্য সব চেষ্টাই
হাস্যকর মূঢ়তা।

কোরাস

কার হাত এই প্রয়োজনের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে?

প্রমিথিউস

আমাদের তিন নিয়তি আর সেইসব প্রতিহিংসার দেবীরা যারা সবকিছু
মনে রাখে।

কোরাস

তারা কি জিউসের চেয়েও ক্ষমতাশালী?

প্রমিথিউস

নিয়তির বিরুদ্ধে যাওয়া জিউসেরও অসাধ্য।

কোরাস

তবে কি বলতে হবে ভাগ্যই জিউসকে স্বর্গশাসনের চিরস্থায়ী অধিকার দিয়েছে?

প্রমিথিউস

এ প্রশ্নের উত্তর তোমার না-জানাই ভালো।

কোরাস

মনে হচ্ছে একটা গূঢ় সত্যকে রহস্যাবৃত করে রাখতে চাচ্ছ?

প্রমিথিউস

অন্য প্রসঙ্গ তোল। এখনো এ বিষয়ে কথা বলার সময় আসে নি। যেমন করেই হোক এ বিষয়ের গোপনীয়তা আমাকে রাখতেই হবে। আর যথাযথভাবে তা করতে পারলেই শুধু এই কারাগার থেকে ঘটবে আমার মুক্তি।

কোরাস

হে জিউস, বিশ্বের সমুদয় বস্তুরাজির বিন্যাসকারী দেবতা,
আমার এ সামান্য ইচ্ছাটুকুকে তুমি
অর্থহীন করে দিও না।
যেন আমি চিরদিন এভাবেই দেবতাদের পূজায়
উৎসর্গ করে যেতে পারি পবিত্র বৃষকুল
পিতা ওশানাসের অফুরন্ত স্রোতোধারার পাশে,
যেন কাউকে আহত না করি অসংযত কথায়;
আর আমার এ অবিচল ইচ্ছাটুকুকে যেন
লালন করে যেতে পারি চিরকাল—হৃদয়ের মধ্যে।
আশা আর আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে পরিপূর্ণভাবে
জীবনকে উপভোগ করতে পারা আনন্দদায়ক;
আরো আনন্দদায়ক জীবনকে আলো আর উৎফুল্লতায়
পূর্ণ করতে পারলে;

কিন্তু তোমার জীবন, প্রমিথিউস, শুধু নির্যাতন—
শুধু অন্তহীন নির্যাতনে বিক্ষত।
মানুষের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধায়
জিউসের রক্তাক্ত সন্ত্রাসের চোখকে উপেক্ষা করার
এই পরিণাম।

তোমার মহান উপকারের প্রতিদানে
কী করেছে মানুষ তোমার জন্যে?
হায় জীবন যাদের একটি দিনের চেয়ে
বেশি নয়—কী সাহায্য তারা করতে পারবে?
আর কতটুকুই বা তাদের শক্তি?
তুমি কি দ্যাখো নি : নিঃস্ব অন্ধ মানবভাগ্যকে
ঘিরে রেখেছে স্বপ্নের মতোন করুণ অসহায়তা!
ভুলে যেয়ো না, মানুষের সমস্ত উদ্যম আর
প্রতিভার ক্ষমতাও জিউসের নির্ধারিত বিধানকে
লঙ্ঘন করতে অক্ষম।
তোমার দুঃখময় পতন দেখে এ সত্য আমি
বুঝতে পারছি প্রমিথিউস।
কী বিরাট ব্যবধান আজকের এই অপরিচিত জীবনের
সঙ্গে তোমার যৌবনের সেই স্বপ্নিল, মধুর
দিনগুলোর—যখন ফলন্ত ভালোবাসায় উদ্দীপ্ত
তুমি পাণি প্রার্থনা করেছিলে আমার ভগ্নী
সিওনের—তাকে বরণ করেছিলে নববধূ করে,
আর আমরা তোমাদের সেই রক্তিম পরিণয়কে
আনন্দমুখর করে তুলেছিলাম প্রাণবন্ত
বিবাহ সংগীতে।

(আইওর প্রবেশ। তার শরীরের অর্ধেকটা বকনা-বাছুরে রূপান্তরিত)

আইও

এ কোন দেশে এলাম আমি?
কারা থাকে এখানে? কে ও? ঐ যে পাথরের
নির্মম শৃঙ্খলে বন্দি হয়ে ঝড় আর বাতাসের হাতে

নির্যাতিত হচ্ছে?
হায়, কোন পাপে, কোন্ অপরাধে এমন
ক্ষমাহীন মৃত্যুর দুঃখ বইছে সে?
হে আমার নিয়তি, বল, কোথায়, কোন দূর দেশে
আমাকে তুমি তাড়িয়ে নিয়ে এসেছ?
(হঠাৎ যন্ত্রণায় আতঙ্কে সে চিৎকার করে ওঠে)
উহ্! উহ্! আবার সেই রক্তচোষা ডাঁশ! আমাকে কামড়াচ্ছে!!
ওই! ওই যে সেই অর্গাসের প্রেত! ওই যে
হাজার-চোখ-অলা সেই নিহত রাখাল—ভয়ঙ্কর
মুখ নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে!
আমি আর সইতে পারছি না ঈশ্বর! আমাকে বাঁচাও! বাঁচাও!!
ওই ! ওই যে সে! আবার! হাজার চোখ মেলে
কেমন অপলকভাবে আমার দিকে চেয়ে আছে!
মরে গিয়েও কেন আমাকে নিষ্কৃতি দিচ্ছ না, তুমি!
কবর থেকে উঠে এসে কেন দিনের পর দিন
সমুদ্রের তীরের ওপর দিয়ে আমাকে নির্মমভাবে
তাড়া করে ফিরছ? কেন??
তুমি যাও!! আমার অনুরোধ রাখো! আমার একটু
বিশ্রাম দরকার! নিশ্চিন্ত নিরপরাধ একটু ঘুম!!!
কত দূর—হায়, আর কতদূর—
এই নিদ্রাহীন যন্ত্রণা নিয়ে এভাবে ছুটে বেড়াব?
ক্রোনাসের পুত্র, কী অপরাধ করেছি তোমার কাছে?
কোন পাপের শাস্তি দিচ্ছ এভাবে—নির্যাতনের দুঃসহ
জোয়ালের সঙ্গে আমাকে বেঁধে দিয়ে? কেন
আমার পিছনে এই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন লেলিয়ে দিয়েছ?
যন্ত্রণায় আতঙ্কে আমি পাগল হয়ে যাব!
আমার প্রার্থনা রাখো! আমাকে করুণা কর!
এই নির্মম নির্যাতনের চেয়ে গনগনে আগুনে
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে আমাকে নিঃশেষিত করে
ফেল—শুইয়ে দাও মাটির নিচের নিঃশব্দ প্রশান্তিতে—
অথবা নিক্ষেপ কর সমুদ্র ভুজঙ্গদের ক্রূর ছোবলের মুখে!
ছুটতে ছুটতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, জিউস!

নির্দয় শাস্তির নখর আমাকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে।
(প্রমিথিউসের প্রতি)
তুমি আমার আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছ? তুমি??

প্রমিথিউস

বুঝতে পারছি তুমি ইনাকাসের
সেই হতভাগ্য কন্যা! জিউসের হৃদয়কে তুমিই একদিন
উদ্দীপ্ত করেছিলে ভালোবাসায়। আর তার পরিণামে
আজ হেরার ঘৃণার আক্রোশের শিকার হয়েছ, নিদ্রাহীন
সহ্য করছ এই নিষ্ঠুর যন্ত্রণার দীর্ঘ নিষ্কৃতিহীন নিয়তি।

আইও

এমন নির্ভুলভাবে আমার পিতার নাম
বলছ—তুমি কে? কেন আমারই মতো এভাবে এই
অন্তহীন লাঞ্ছনায় নিগৃহীত হচ্ছ?
কী করে জানলে আমার পরিচয়? কী করে
জানলে স্বর্গ প্ররোচিত সেই ভয়ঙ্কর দুর্দৈবের
ইতিবৃত্ত যার অশুভ আতঙ্ক দিনহীন রাত্রিহীন আমাকে
তাড়া করছে?
হেরার সুপরিকল্পিত শাস্তির শিকার হয়ে
যন্ত্রণায় ক্ষুধায় উন্মত্তের মতো বিশ্রামহীনভাবে আমি শুধু ছুটছি—
আমার মতো এমন নির্মম নিগ্রহ কে সহ্য করেছে? কবে??
কিসের বিনিময়ে এই নিগ্রহ থেকে মুক্তি পাব, বাঁচব
কোন আরোগ্যে?
যদি জানা থাকে বল; এই নিপীড়িতা, নির্বাসিতা
অসহায় কুমারীর দিকে চোখ তুলে তাকাও—!
পথ দেখিয়ে সাহায্য কর! দয়া কর!!

প্রমিথিউস

তুমি যা জানতে চাও
সবই আমি বলব তোমাকে। বলে যাব সহজ ভাষায় :
যে ভাষায় বন্ধুরা একে অন্যের সাথে কথা বলে।
আমার নাম প্রমিথিউস। মানুষকে আমি
উপহার দিয়েছি আগুন।

আইও

মানব জাতির হে মহান বন্ধু,
হতভাগ্য প্রমিথিউস! কেন এখানে শৃঙ্খলিত হয়ে রয়েছ—এভাবে?

প্রমিথিউস

নিজের দুঃখের জন্যে এতক্ষণ
বিলাপ করেছি। কী হবে সে সবের পুনরাবৃত্তি করে?

আইও

আমাকেও বলবে না—

প্রমিথিউস

বেশ! জিজ্ঞেস কর! সবই তোমাকে বলব।

আইও

বল কে তোমাকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে পর্বতচূড়ায়?

প্রমিথিউস

জিউসের ইচ্ছার আদেশ। পালন করেছে হেপাসটাসের হাত।

আইও

কোন পাপের পরিণামে ভোগ করছ এই দুরপনেয় শাস্তি?

প্রমিথিউস

অনেক বলা হয়েছে। আর নয়।

আইও

বেশ, এটুকু অন্তত বল : এভাবে অভিশপ্তের মতো কত দিন আর আমাকে ছুটতে হবে?

প্রমিথিউস

এ প্রশ্নের উত্তর না-জানাই তোমার পক্ষে ভালো।

আইও

আমার দুঃখময় ভবিষ্যৎ কেন লুকোতে চাচ্ছ আমার কাছ থেকে?

প্রমিথিউস

ভেবো না তুমি সব জানতে চাচ্ছ বলে আমি তোমার ওপর রাগ করছি।

আইও

তাহলে পুরো সত্য প্রকাশ করতে ইতস্তত করছ কেন?

প্রমিথিউস

কোনো অশুভ উদ্দেশ্যে নয়। শুনলে তুমি ব্যথিত হবে তাই।

আইও

তবু বল। আমার দুঃখের জন্যে ভেবো না।

প্রমিথিউস

বেশ! শুনতেই যখন তোমার আনন্দ,
বলছি। বেশ শোনো :

কোরাস

দাঁড়াও প্রমিথিউস। আমরাও শুনতে চাই সে কাহিনী। কিন্তু তার আগে আইওর কাছ থেকে শুনতে চাই তার দুঃখের ইতিহাস। প্রথমে তার বিক্ষত জীবনের কাহিনী সে নিজমুখে শোনাক আমাদের। তারপর তোমার কাছ থেকে শুনব ভবিষ্যতে আরো কী কী দুঃখ তাকে সহ্য করতে হবে।

প্রমিথিউস

এদের অনুরোধ রাখবে কি রাখবে না,
সেটা তোমার ইচ্ছা! তবু আশা করব : এদের ইচ্ছাকে
তুমি নিরাশ করবে না, কারণ এরা সবাই তোমার গুরুজন—
পিতৃস্বসা। উপরন্তু তারা শুনতে চাচ্ছে তোমার দুঃখের জন্যে
গভীর সহানুভূতি নিয়ে। দুঃখের অশ্রু আর
বিলাপ তখনি খুঁজে পায় সর্বোচ্চ সার্থকতা, যখন শ্রোতারা
তা শুনতে চায় সমবেদনায় ভেজা হৃদয় নিয়ে।

আইও

তোমাদের কথা আমি রাখব!

যা যা শুনতে চাইবে তোমরা, বলব সবকিছুই—খোলাখুলি!
বলব কীভাবে প্রথম আমার জীবনে বিপদের সূত্রপাত
হল, আর কীভাবেই বা এই দুঃখজনক পরিবর্তন
ঘটল আমার শরীরের। সে-সব কথা ভাবলে
দুঃখে বেদনায় আমার হৃদয় কুঁকড়ে যায়।
প্রতি রাতে বিছানায় শুয়ে স্বপ্ন দেখতাম কে যেন
সস্নেহ কণ্ঠে আমাকে বলছে : বাছা কেন এভাবে
মিছেমিছি কুমারিত্বের নিঃশব্দ ভার বয়ে মরছ?
চেয়ে দ্যাখো, ভালোবাসা তোমার দরোজায় দাঁড়িয়ে
কাঁদছে। বাসনার আগুনে প্রজ্জ্বলিত হয়ে মহান জিউস
এসে দাঁড়িয়েছেন তোমার সঙ্গে মিলনের জন্যে। তোমাকে
শয্যাসঙ্গিনী করার তাঁর এই আন্তরিক ইচ্ছাকে প্রত্যাখ্যান
করো না, বাছা। চলে এস, দীর্ঘ ঘাসে ঢাকা লার্নার সবুজ
প্রান্তরে, যেখানে চরে বেড়াচ্ছে তোমার পিতার মেষ আর পশুর
পাল। উদ্‌গ্রীব হৃদয় নিয়ে জিউস তোমার জন্যে
অপেক্ষা করছে সেখানে।

রাতের পর রাত ঘুমের মধ্যে সেই স্বপ্ন ফিরে ফিরে দেখা দিয়ে
আমাকে দিশাহারা করে তুলল। অনন্যোপায় হয়ে একসময়
আমি সাহস করে বাবাকে সবকিছু খুলে বললাম। বাবা বারবার
পাইথো ও ডোডোনায় দূত পাঠিয়ে জানতে চাইলেন, দেবতাদের
সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁর কী করা দরকার। দূতেরা প্রতিবারই
বিভ্রান্তিকর দৈববাণীর খবর নিয়ে ফিরে আসতে লাগল।
এমন উদ্ভট আর দুর্বোধ্য সে-সবের ভাষা যে তার আসল
অর্থ উদ্ধার করাই একরকম অসম্ভব। শেষপর্যন্ত লোক্সয়াস থেকে
চরম দৈববাণী এসে পৌঁছল সুস্পষ্ট ভাষায়। নির্ভুলভাবে আমার পিতাকে
জানিয়ে দেওয়া হল যেন তিনি অবিলম্বে আমাকে বাড়ি থেকে—
এমনকি শহর থেকেও—তাড়িয়ে দেন। দৈববাণীতে আরো বলা হল
যদি তিনি এই নির্দেশ পালন না করেন তবে জিউসের অগ্নিময়
বজ্রের রোষ আকাশ থেকে নেমে এসে তাঁকে এবং তাঁর গোত্রের সমস্ত
মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে।

জিউসের নির্মম নিপীড়নে তাড়িত আমার পিতা শেষপর্যন্ত
এই অন্যায় নির্দেশ মেনে নিতে বাধ্য হলেন—সুগভীর
অনিচ্ছায়। আমার বাড়ির দরোজা আমার সামনে
চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে
পরিবর্তিত হয়ে গেল আমার শরীর—মন হল বিপর্যস্ত।
সেদিনই মাথায় শিং নিয়ে ডাঁশের
কামড়ে অস্থির উন্মত্ত হয়ে আমি ছুটে চললাম
চর্সনিয়া আর লার্নার স্বচ্ছ নির্মল স্রোতস্বিনীর
দিকে। আর আমাকে দিনহীন রাত্রিহীন তাড়া করে ফিরতে লাগল
সেই অর্গাস—ক্রুদ্ধ বিশালদেহী সেই বীভৎস
রাখাল—তার দশ হাজার ভয়াবহ চোখ মেলে আমার
প্রতিটি কাজ দেখে যেতে লাগল। (একটি আকস্মিক
অপ্রত্যাশিত আঘাতে ইতোপূর্বে নিহত হয়েছিল সে)। আর
সেই মারাত্মক ডাঁশের কামড়ের যন্ত্রণায় আতঙ্কে উন্মাদ
হয়ে আজও আমি ছুটে চলেছি দেশ থেকে দেশান্তরে—
দেবলোক নির্ধারিত শাস্তির চাবুকে বিস্রস্ত হতে হতে।
এই আমার দুঃখের ইতিহাস। যদি আরো দুঃখ
আমার অদৃষ্টে লেখা থেকে থাকে, আমাকে জানাও।
করুণা করে মিথ্যা কথায় আমাকে অযথা সান্ত্বনা
দিও না। মিথ্যাকে আমি জঘন্য
অপরাধ বলে ভাবি।

কোরাস

আহা কী করুণাবহ, কী
ভয়ঙ্কর নিয়তি তোমার! স্বপ্নেও ভাবি নি
এমন বিচিত্র আর অদ্ভুত কাহিনী কখনো শুনতে হবে!
তোমার কষ্ট আর উৎকণ্ঠার কান্না আমার
হৃদয়কে ছিঁড়ে দিচ্ছে যন্ত্রণায়।
হায় নিয়তি!
আইওর দূরদৃষ্ট দেখে দুঃখে আতঙ্কে
আমার শরীর কাঁপছে।

প্রমিথিউস

আতঙ্কগ্রস্ত রমণীর মতো বড়
তাড়াতাড়ি অশ্রু ঝরিয়ে ফেলছ। অপেক্ষা করো :
চোখের জল ফেলার মতো অনেক ঘটনা তার জীবনে
ভবিষ্যতে ঘটবে।

কোরাস

ওকে সব খুলে বল। দুঃখ বিপর্যস্ত-জন
ভবিষ্যৎ দুঃখের কথা আগে থেকে জানতে পারলে স্বস্তি পায়!

প্রমিথিউস

তোমার প্রথম অনুরোধ আইও রেখেছে।
তার নিজের মুখ থেকে তার দুঃখের ইতিহাস শুনতে চেয়েছিলে,
বলেছে সে তা। এখন শোনো পরবর্তী কাহিনী—
হেরার হাতে আরো কী কী নির্যাতন তাকে সইতে হবে।
ইনাকাসের কন্যা, হৃদয় উন্মুখ করে শোনো আমার
কথা—শোনো তোমার এই ক্ষান্তিহীন ছুটে বেড়ানোর শেষ
গন্তব্য কোন্‌খানে।
প্রথমে এখান থেকে যাত্রা শুরু করবে সোজা পূর্বদিকে।
প্রথমেই সামনে পড়বে এক অনাবাদী সমতলভূমি। সেই
সমভূমি পার হয়ে তুমি পৌঁছবে যাযাবর সাইথীয়দের
রাজ্যে। মাটি থেকে উঁচুতে শক্ত চাকাঅলা গাড়ির ওপর
কঞ্চির ছাদঅলা তাদের বাড়ি। নানারকম শক্তিশালী
অস্ত্রশস্ত্রে তারা সজ্জিত। তাদের পাশ কাটিয়ে গর্জনমুখর
পাথুরে বেলাভূমির পথে হেঁটে প্রথমে সেই দেশ পার হবে।
এরপর তোমার বাঁ দিকে পড়বে সেলিবিসদের দেশ—
লৌহসামগ্রী নির্মাণে এরা নিপুণ কারিগর। এদের
থেকে সাবধানে থেকো; এরা অসভ্য। কোনো
বিদেশীর জীবনই এদের হাতে নিরাপদ নয়। এরপর
তুমি পৌঁছবে হিব্রিসটিস নদীর তীরে—যার
খরস্রোত দুর্বার বেগে বয়ে চলেছে। বড় হিংস্র
আর বিপদসংকুল এর স্রোত—ককেশাস

পর্বতমালার সবচেয়ে উঁচু শিখরে পৌছবার
আগেই এই নদী অতিক্রমের দুঃসাহস কোরো না।
ঐ শিখরের বুকের ভেতর থেকেই নেমে এসেছে
হিব্রিসটিসের তীব্র, রুপোলি ধারা। আকাশে
মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা সেই সুউচ্চ শিখর
পার হয়ে তুমি ধরবে দক্ষিণের পথ।
এখানে সাক্ষাৎ পাবে যুদ্ধপ্রিয় আমাজনদের!
এরা পুরুষদের ঘৃণা করে। কালক্রমে এরা থারমোডান
নদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত করবে থেমিসাইরা শহর—
যেখানে সালমিডেসাসের বন্ধুর ভূভাগ প্রবেশ
করেছে সমুদ্রের ভিতর—প্রসারিত চোয়ালের মতো!

সানন্দচিত্তে আমাজনেরা তোমাকে পথ দেখিয়ে
নিয়ে যাবে। এরপর যেখানে দেখবে একটি
সংকীর্ণ খাড়ি হ্রদে গিয়ে মিশেছে—সেখানে তুমি
পৌছবে সিমেরীয় যোজকে। সাহসে ভর করে
সেখানে স্থলভূমি ত্যাগ করবে—পার হবে মেয়োটীয়
প্রণালি। যুগ-যুগান্তর ধরে তোমার নাম স্মরণীয়
করে রাখার জন্যে ঐ জায়গার নামকরণ করা হবে
বসফোরাস। আর এভাবেই ইউরোপ থেকে তুমি
উপস্থিত হবে এশিয়া মহাদেশে।
এসব দেখে কি মনে হয় না, দেবতাদের এই নতুন
সম্রাট প্রত্যেক ব্যাপারে নিগ্রহকেই একমাত্র
অস্ত্র হিশেবে বেছে নিয়েছে?
দেবতা হয়ে পৃথিবীর এই নিরপরাধ মেয়েটির সঙ্গে
মিলনের লালনায় কী দুঃসহ যন্ত্রণার শিকারে
পরিণত করেছে তাকে!
প্রেমিক ভাগ্যে তুমি বড় অপয়া আইও! কিন্তু
এতক্ষণ যা সব বললাম, তা তোমার ভবিষ্যৎ
দুঃখের সূচনা মাত্র। এর পরেও তোমাকে বইতে হবে
অপরিসীম দুঃখের গুরুভার।

আইও

(কাঁদতে কাঁদতে) আমি আর সহ্য করতে পারছি না! উহ্!

প্রমিথিউস

এখনি কান্নায় গুঁড়িয়ে যাচ্ছ!
সবকিছু শোনার পর করবে কী?

কোরাস

ওর দুঃখ আর দুর্দশার কাহিনী আরো কিছু বলবে?

প্রমিথিউস

হ্যাঁ, কিন্তু ভয়াবহ দুর্দশার সে এক ঝঞ্ঝাবিধুর সমুদ্র।

আইও

কী লাভ তবে বেঁচে থেকে?
কেন খাড়া পাহাড় থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ে নিজেকে
ধ্বংস করে ফেলছি না? সমস্ত জীবন এভাবে দুঃখ সহ্য
করার চেয়ে একবারে নিশ্চিন্ত শান্তিময় মৃত্যুর কোলে
ঢলে পড়তে পারা অনেক ভালো।

প্রমিথিউস

আমার মতো দুর্দশায় পড়লে কী করে
তুমি সহ্য করতে। মৃত্যুর শীতল কোল
খুঁজে পেলে তো বাঁচতাম! কিন্তু কোনো শান্তিময় মৃত্যু
আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না। যতদিন জিউস
সিংহাসনচ্যুত না হবে ততদিন পর্যন্ত
অসহায়ভাবে নির্যাতিত হওয়া ছাড়া কি-ই বা করার আছে।

আইও

কী? জিউস সিংহাসনচ্যুত হবে? এও কি সম্ভব?

প্রমিথিউস

জিউসের এই বিধিলিপি অলঙ্ঘনীয়!

আইও

আমি কি এ ব্যাপারে কোনো সাহায্য করতে পারব?

প্রমিথিউস

তোমার দরকার হবে না। নিয়তি অমোঘ; এ ঘটবেই।

আইও

কে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করবে তার সার্বভৌমত্বের সিংহাসন থেকে?

প্রমিথিউস

তার নিজেরই স্বভাবসিদ্ধ মূঢ়তা।

আইও

যদি ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে তবে বল, তা কীভাবে ঘটবে?

প্রমিথিউস

একটি ঐক্যজোট গঠনের পরিকল্পনা
আছে তার। এই ঐক্যজোটই ঘটাবে তার পতন।

আইও

দেবতা না মানুষ—কার সঙ্গে এই ঐক্যজোট।

প্রমিথিউস

জানতে চেয়ো না কার সঙ্গে। এ মুহূর্তে
এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার অনুচিত হবে।

আইও

তবে কি তাকে সিংহাসনচ্যুত করবে তার স্ত্রী?

প্রমিথিউস

তার স্ত্রী জন্ম দেবে এক সন্তান যে হবে
তার পিতার চেয়েও শক্তিমান।

আইও

এই ভবিতব্যের হাত থেকে বাঁচবার আর কোনো পথ আছে তার?

প্রমিথিউস

আছে। যদি শুধু আমি তাকে সাহায্য করি। একবার মুক্ত হতে পারলে, আমি তাকে বাঁচাতে পারতাম।

আইও

যদি জিউস তোমাকে মুক্তি না দেয়, আর কেউ পারবে তোমাকে মুক্ত করতে?

প্রমিথিউস

তোমার এক সন্তানের হাতেই ঘটবে আমার সেই প্রার্থিত মুক্তি!

আইও

বল কী! আমার সন্তান তোমাকে উদ্ধার করবে শৃঙ্খলের এই বাঁধন থেকে?

প্রমিথিউস

হ্যাঁ, তোমার বংশের ত্রয়োদশ পুরুষে জন্ম নেবে সেই সন্তান।

আইও

তোমার এই ভবিষ্যৎবাণীর অর্থ ঠিকমতো বুঝতে পারছি না।

প্রমিথিউস

নির্ধারিত বিধিলিপি না-শোনাই তোমার পক্ষে ভালো।

আইও

তুমি বলবে বলে আশ্বাস দিয়েছিলে। সে আশ্বাস ফিরিয়ে নিও না।

প্রমিথিউস

ভবিষ্যৎবাণী দুটো। এর যে-কোনো একটিই তোমাকে বলা হবে—দুটো নয়।

আইও

বল, কোনটি বলবে?

প্রমিথিউস

তার আগে তুমিই বল, কোনটি তুমি শুনতে চাও? তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের অসমাপ্ত কাহিনী, না আমার উদ্ধারকারীর গল্প?

কোরাস

এর চেয়ে আমার অনুরোধ রাখো। দুটো কাহিনীই বল। একটি আমাকে, একটি আইওকে। ওকে জানাও ওর নিরুদ্দেশ ভ্রমণের শেষ পরিণতি। আমাকে বল তোমার ভবিষ্যৎ উদ্ধারকারীর প্রসঙ্গ।

প্রমিথিউস

বেশ, শুনতেই যখন তোমরা আগ্রহী,
বলব তোমাদের সবকিছু। প্রথমে আইওকেই বলা যাক
তার কাহিনী। আইও, শুনে নাও এই ছুটে বেড়ানোর
শেষপর্যায়ে নিয়তি তোমাকে কোন কোন দেশের
ভেতর দিয়ে তাড়িয়ে ফিরবে।
দুই মহাদেশের সংযোগকারী সেই সংকীর্ণ প্রণালি
পার হয়ে তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্রের পথ ধরে এগিয়ে
যাবে পূর্বদিকে। সেখানে দেখবে সূর্য তার
জ্বলন্ত অগ্নিময় শিখা ছড়িয়ে সদর্প পদবিক্ষেপে
আকাশ পরিক্রমণে ব্যস্ত। সেদিকে এগোতে এগোতে
এক সময় তুমি পৌঁছবে গর্গনীয়দের দেশ চিসথিনে।
এখানে দেখতে পাবে কলচিসের বর্ষীয়সী কন্যাদের।
আকৃতিতে তারা রাজহাঁসের মতো। এদের প্রতি তিনজনের
একটি করে চোখ ও একটি করে দাঁত। সূর্যের আলো
কোনোদিন তাদের স্পর্শ করে না—চাঁদের আলো
থেকেও তারা চিরদিনের জন্যে বঞ্চিত। এদের সঙ্গেই
দেখবে এদেরই ভগ্নীদের—এরা তিন ডানাঅলা গর্গন।
এদের মাথার চুলগুলো আসলে সব কুটিল বিষধর সাপ!
মানুষের পরম শত্রু এরা। এদের সামনে গিয়ে আজ
পর্যন্ত কেউ প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারে নি। কিন্তু
এ তো আরম্ভ মাত্র। এর পরে তোমার চোখে পড়বে
আরো এক ভয়াবহ দৃশ্য—তুমি দেখতে পাবে জিউসের

অনুচর তীক্ষ্ণ ঠোঁটঅলা সব গৃধ্নুদর : শিকারের
আশায় তারা নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরপর
প্লুটোনিয়াম নদীর ধারে তুমি দেখতে পাবে একচোখঅলা
অরিমাসপীয় অশ্বারোহীদের আবাসভূমি। এদের কাছে
যেয়ো না—এরা বিপজ্জনক। এরপর তুমি পৌঁছবে
এক অতি প্রত্যন্ত অঞ্চল—সূর্যের প্রদীপ্ত প্রাণধারায়
স্নাত হয়ে সেখানে জন্ম নিয়েছে এক কৃষ্ণাঙ্গ জাতি।
এখানেই তোমার সামনে পড়বে এক নয়নাভিরাম
ইথিওপীয় নদী—দেখবে তার চটুল উজ্জ্বল স্রোতোধারা
বয়ে চলেছে। এর ধারা অনুসরণ করে এগিয়ে গেলে
তুমি দেখতে পাবে একটি উচ্ছল জলপ্রপাত। এখানেই
বিবলাইন পাহাড়ের গা বেয়ে নীলনদের পবিত্র স্রোতোধারা
নেমে এসেছে দু-তীরের মানুষের তৃষ্ণা মেটানোর
জন্যে। এই নীলনদের তীর ধরে এগিয়ে
গিয়ে তুমি পৌঁছবে এর মোহনার বদ্বীপে। আর এখানেই,
নিয়তির অনিবার্য নির্দেশে তুমি আর তোমার
বংশধরেরা প্রতিষ্ঠিত করবে একটি নতুন উপনিবেশ।
আমার কোনো কথা যদি বুঝে না-থাকো, ভালো
করে জিজ্ঞেস করে বুঝে নাও। সব বিষয়
বুঝিয়ে বলার মতো প্রচুর সময় এখনো আমার
হাতে আছে।

কোরাস

আইওর দুঃখময় ভ্রমণের
ব্যাপারে যদি আরো কিছু বলার থাকে, বল।
যদি না থাকে, তবে শোনাও যা আমি শুনতে চেয়েছি
তোমার কাছে।

প্রমিথিউস

আইওকে জানিয়েছি তার দুঃখময়
পরিক্রমার আদ্যোপান্ত—তার নিরুদ্দেশ ভ্রমণের শেষ
পরিণতি। এবার শোনো তোমার প্রশ্নের উত্তর :

কে আমার ভবিষ্যৎ উদ্ধারকারী? কার হাতে আমার এই
অভিশপ্ত বন্দিত্বের অবসান!
নীলনদের স্রোতোধারার কোল ঘেঁষে
যেখানে জেগে উঠেছে রুপোলি বালুর চর, সেখানে—
দেশের সেই প্রত্যন্ত প্রদেশে রয়েছে এক সমৃদ্ধ
শহর—নাম তার ক্যানোবাস। এখানেই জিউস
আইওর বিভ্রান্ত হৃদয়কে আবার বাঁচিয়ে তুলবে
জীবনের পরিপূর্ণতায়। সন্ত্রাসের হাত ধুয়ে এবার
জিউস তার সামনে এসে দাঁড়াবে সম্পূর্ণ
নতুন এক রূপে—কমনীয় প্রেমিকের ভূমিকায়;
আইওর শরীরে রাখবে তার মৃদু হাতের সুস্মিত
স্পর্শ। আর সেই স্বর্গীয় স্পর্শের শিহরনেই
তার নারীত্ব হবে অন্তঃসত্ত্বা—সে জন্ম দেবে একটি
কৃষ্ণাঙ্গ সন্তান। জন্মবৃত্তান্তের কারণেই তার নাম
হবে ইপাফাস—স্পর্শের সন্তান।
নীলনদ বিধৌত সমস্ত অঞ্চলের যাবতীয়
শস্যসম্পদের অধিপতি হবে সে। এই বংশেরই
পঞ্চম পুরুষে পঞ্চাশজন ভগ্নীর একটি দল
তাদের খুড়তুতো ভাইদের সঙ্গে অবাঞ্ছিত বিবাহ
এড়াবার প্রাণান্ত চেষ্টায় নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে
পালিয়ে চলে যাবে আর্গসে। অবৈধ প্রণয়ের দুর্বার
লালসায় উন্মত্ত সেই খুড়তুতো ভাইয়েরা দল বেঁধে
পিছু নেবে সেই অসহায় তরুণীদের—বাজপাখি
যেমন ঘুঘুদের পেছনে। কিন্তু তাদের এই
অবৈধ ভোগাকাঙ্ক্ষার পথে প্রতিবন্ধক হবেন জিউস
স্বয়ং। আর্গস রাজার সহায়তায় সেই পঞ্চাশ
ভগ্নী বিবাহিত হবে তাদের খুড়তুতো ভাইদের সঙ্গে
দুঃখময় অবাঞ্ছিত মিলনে। কিন্তু বিবাহ রজনী মৃত্যুময়
হয়ে উঠবে হত্যা আর প্রতিহিংসার কুটিল ফণায়।
আত্মরক্ষার অবিচল সিদ্ধান্ত নববধূদের জাগিয়ে তুলবে
রক্তঘাতী প্রতিরোধে—রাতের গভীর প্রহরে নিদ্রিত
স্বামীদের তারা হত্যা করবে শাণিত তলোয়ারের

নিষ্ঠুর আঘাতে। কিন্তু জীবনের মধুর পিপাসা শুধুমাত্র
একটি মেয়ের হৃদয়কে মুহূর্তের জন্যে অসহায় করে দেবে,
কঠিন সিদ্ধান্ত শিথিল হয়ে আসবে তার। সে ব্যর্থ
হবে স্বামীর প্রাণনাশে। পরবর্তীকালে আর্গসেই সে
বাস করতে থাকবে তার স্বামীর সঙ্গে, কালক্রমে
তার সন্তানেরাই হবে সে দেশের অধিপতি।
কয়েক পুরুষ পর, তারই বংশে
জন্ম নেবে এক বীর সন্তান। সে-ই আমাকে উদ্ধার করবে
এই নিগৃহীত বন্দিত্বের অভিশাপ থেকে। এ
দৈববাণীর আদ্যোপান্ত আমি শুনেছি আমার মা ফিনিসের
কাছ থেকে অনেক অনেক কাল আগে।

(হঠাৎ আইও যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে)

আইও

উহ্! আবার সেই দুঃসহ উন্মত্ততা জেগে উঠছে আমার মধ্যে!
আমার মাথা বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছে! হায়, আবার সেই
রক্তচোষা ডাঁশ তার মৃত্যুহীন কামড়ে কামড়ে
ছিঁড়ে নিচ্ছে আমার সমস্ত শরীর!
আমার হৃৎপিণ্ড অসহ্যভাবে আছাড় খাচ্ছে
বুকের ভেতর—চোখের মণি ঘুরছে।
উন্মত্ততা প্রচণ্ড ঝড়ের মতো আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে।
আমি কিছুই গুছিয়ে বলতে পারছি না। শৃঙ্খলার প্রাচীর ভেঙে
আমার কথারা আছড়ে পড়ছে সর্বনাশা ধ্বংসের
কালো ঢেউয়ের বুকে।

(আইওর প্রস্থান)

কোরাস

প্রকৃতই বিজ্ঞ ছিলেন তিনি
যিনি প্রথম
এ-কথা গভীরভাবে বুঝেছিলেন যে বিয়ে সবচেয়ে
মধুর হয় সমশ্রেণীর মধ্যে ঘটলে।
যিনি বলেছিলেন : শ্রমজীবী কোনো মানুষের উচিত নয়
এমন কোনো মেয়েকে বিয়ে করা যে লালিত হয়েছে

অপরিমেয় ঐশ্বর্যের মাঝখানে অথবা যে তার
জন্মগত কৌলীন্যের গর্বে গর্বিত।
হে নিয়তি—যে তুমি সমস্ত কিছুকে উত্তীর্ণ করো পরিপূর্ণতায়,
জিউসের শয্যাসঙ্গিনী হবার দুর্ভাগ্য আমার ললাটে তুমি
লিখো না।
কোনো দেবতাকেও স্বামী হিশেবে পাবার দুর্ভাগ্য
যেন না হয় আমার।
আমি শিউরে উঠেছি আইওর কুমারিত্বের বেদনাময় পরিণাম দেখে।
জিউসের প্রেমকে ফিরিয়ে দিয়েও
হেরার নির্দয় শাস্তির হাত থেকে সে নিজেকে বাঁচাতে পারে নি।
মুক্তি পায় নি এই বিশ্রামহীন নির্যাতনের দুঃখ থেকে।
যদি সমগোত্রীয় কারো সাথে বিয়ে হয়
তবে ভয় বা বিপদের সম্ভাবনা থাকে অল্প।
তাই ভাবি : কোনো শক্তিমান দেবতার চোখ
যেন আমাকে দেখতে না পায়।
দুঃখ আর হতাশা ছাড়া তা আমার জন্যে
কিছুই বয়ে আনবে না।
কিন্তু জিউসের অবাঞ্ছিত লালসার কবল থেকে
কী করে নিজেকে আমি বাঁচাব?

প্রমিথিউস

বিশ্বাস করো, এমন বিপজ্জনক
এমন আত্মধ্বংসী হবে জিউসের এই প্রস্তাবিত বিবাহের
পরিণাম যে এর ফলে তার সব দর্পিত ঔদ্ধত্য একদিন
লুটিয়ে পড়বে ধুলোয়—তার সার্বভৌমত্বের সিংহাসন
বিস্তৃতির তলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সিংহাসন হারাবার
সময় পিতা ক্রোনাস তার উদ্দেশে যেসব অশুভ
অভিশাপ উচ্চারণ করেছিলেন, তার প্রত্যেকটি সেদিন
সত্য হবে অক্ষরে অক্ষরে। জানি, সেই দুরপনেয়
অসম্মানের গ্লানি থেকে তার উদ্ধারের পথ দেবতাদের
মধ্যে একমাত্র আমিই সেদিন দেখিয়ে দিতে পারব।
নির্বোধ আত্মদম্ভ নিয়ে সে আজ বসে থাক তার

আত্মসন্তুষ্ট সিংহাসনে, ভেবে যাক তার বজ্রের ধ্বংসকারী
অমিত ক্ষমতাকে সর্বজয়ী বলে—কোনোকিছুই তাকে
সেদিন বাঁচাতে পারবে না। তার পতন হবে অপ্রতিরোধ্য,
দুর্বহ, অসম্মানজনক। বিদ্যুতের আগুনের চেয়ে
দীপ্তিমান এক আগ্নেয় শিখা সেদিন ছুটে আসবে তার দিকে,
তার বজ্রের দর্পিত আস্ফালনকে করবে
ভূলুণ্ঠিত। আর এভাবেই ঘটবে তার লোকশ্রুত দম্ভের
অবসান। সে জানবে শাসক আর শাসিতের
ভেতরকার ব্যবধান কী দুস্তর , কী দুঃখময়।

কোরাস

জিউসের এই ভয়াবহ পরিণাম তোমার নিজের ইচ্ছার প্রতিচ্ছবি নয় তো?

প্রমিথিউস

যা ঘটবে আমি শুধু তাই বলছি। অবশ্য এসব আমার আন্তরিক ইচ্ছাও বটে।

কোরাস

এমন কি কেউ আসবে যার শক্তি জিউসের এই দুর্বিনয়কে দলিত করবে ধুলোয়?

প্রমিথিউস

জিউসের ঔদ্ধত্য নতজানু হবে আমার চেয়েও দুর্বহতর দুঃখে।

কোরাস

এমন উদ্ধতভাবে কথা বলতে তোমার ভয় করছে না?

প্রমিথিউস

ভয় করবে কেন? ভুলো না আমি দেবতা। মৃত্যু আমার বিধিলিপি নয়।

কোরাস

কিন্তু জিউস তো তোমার ওপর চাপিয়ে দিতে পারে আরো যন্ত্রণার গুরুভার।

প্রমিথিউস

বেশ তাই দিক। আমি সবকিছুর জন্যই প্রস্তুত।

কোরাস

বিজ্ঞ ব্যক্তির উচিত আরো বিনয়ী হওয়া, নিয়তিকে সমীহ করা।

প্রমিথিউস

তাই বলে মাথা নোয়াব? নতজানু হয়ে
করুণা ভিক্ষা করব? জেনে রাখো
বলদর্পী জিউসের সর্বজয়ী শক্তিকে আমি অত্যন্ত
সামান্যই মনে করি। যে সামান্য কটা দিন তার
হাতে এখনো আছে—তার মধ্যে যা-খুশি করুক
সে—যেভাবে খুশি নির্দয় শাসনের নিষ্পেষণ
চালিয়ে যাক। মনে রেখো দেবতাদের ওপর
প্রভুত্ব করার দিন তার শেষ হয়ে এসেছে। ঐ যে
তার এক বিশ্বস্ত অনুচর এদিকে আসছে। নিশ্চয়ই
কোনো নতুন সংবাদ বয়ে আনছে সে।

হারমিস

সর্বদর্শী-হৃদয় দেবতা প্রমিথিউস, যে তুমি
নশ্বর মানুষকে অসঙ্গত আনুকূল্য দেখাবার পরিণামে
দেবতাদের চোখে ধিক্কৃত হয়েছ দুর্বিনীত অপরাধী বলে;
স্বর্গের অনন্য ঐশ্বর্য 'আগুন' চুরি করে মানুষকে
বিলিয়েছ যে তুমি—তিক্ততার চেয়েও তিক্ততর হৃদয়
নিয়ে আমি তোমাকে বলছি—আমার কথা শোনো।

আমাদের প্রভু তোমার কাছে জানতে চেয়েছেন
কী গভীর আশঙ্কা নিহিত আছে তাঁর এই প্রস্তাবিত
বিবাহে যার প্রতিফলে তাঁকে নিপতিত হতে হবে
তাঁর সার্বভৌমত্বের সিংহাসন থেকে। আমাকে সব
খুলে বল সহজ দ্ব্যর্থহীন ভাষায়; জটিল শব্দে
বক্তব্যকে দুরূহ করে আমাকে প্রতারণা করো না।
মনে রেখো তোমার কোনো চাতুরীই জিউসের সজাগ
চোখের কাছে অনুদ্ঘাটিত থাকবে না।

প্রমিথিউস

ওহে দেখছ, দেবতাদের এই তরুণ কার্তিকটি
কেমন সব গাল-ভরা বচন শোনাচ্ছে।
ভুলো না, তুমি আর তোমার ঐ দুদিনের উচ্চিংড়েরা
নেহাতই অল্পদিনের লোক—তোমাদের রাজত্বও
অল্পদিনের। অথচ তোমরা ভাবছ, তোমরা বাস করছ
ক্ষমতার কোনো দুর্ভেদ্য অজেয় দুর্গে। চোখের
ওপর দু-দুটো দর্পিত রাজশক্তিকে ক্ষমতার শিখর থেকে
নিক্ষিপ্ত হতে দেখেছি আমি। তৃতীয়টির পতনও
অচিরেই দেখব। দেখব তোমাদের আজকের ঐ
সর্বশক্তিমান সম্রাট তার সব মূঢ় আত্মদম্ভ
নিয়ে পূর্বসূরিদের চেয়েও লজ্জাজনক দুর্দশায়
নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। তুমি কি আশা কর এর পরেও
এইসব দুদিনের দেবতাদের সামনে নতজানু হয়ে
করুণা ভিক্ষা করব? কম্পিত কণ্ঠে অসহায়ের
মতো যাঞ্চা করব আশ্রয়? এতটুকুও না!
যে পথ ধরে এসেছ, স্বচ্ছন্দে সে পথে ফিরে
যেতে পার। এখানে আমার কাছ থেকে কিছুই
তুমি পাবে না।

হারমিস

নিশ্চয়ই জানো, এই একগুঁয়ে উদ্ধত ব্যবহারই তোমার আজকের এই দুর্দশার জন্যে দায়ী!

প্রমিথিউস

তাহলে এ-কথাও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ তোমাদের মতো লজ্জাকর পদলেহনের চাইতে এই দুঃখময় দুর্দশাকেই আমি বেশি প্রিয় মনে করি।

হারমিস

নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!! প্রভু জিউসের বিশ্বস্ত সেবক হওয়ার চেয়ে এই পাথরের সাথে এমন চমৎকারভাবে আটকা পড়ে থাকা আলবৎ সম্মানজনক।

প্রমিথিউস

তুমি কি বুঝতে পারছ তোমার কথা স্পর্ধার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে?

হারমিস

তোমার মতো দুঃখ নিয়ে বিলাসিতা করেও যে কী লাভ, তা তো বুঝছি না।

প্রমিথিউস

বিলাসিতা করছি! মনে রেখো, সেদিন দূরে নয় যেদিন আমার শত্রুদের সঙ্গে তোমাকেও এই মর্মান্তিক বিলাসিতায় অংশ নিতে হবে।

হারমিস

আমাকেও? তুমি কি মনে কর তোমার এই দুর্দশার জন্য আমিও দায়ী?

প্রমিথিউস

যেসব দেবতা আমার নিষ্পাপ সহৃদয় শুভেচ্ছার জবাব দিয়েছেন দুরপনেয় অসম্মানে আমাকে লাঞ্ছিত করে—তাদের প্রত্যেককে আমি ঘৃণা করি।

হারমিস

তুমি এতখানি উন্মাদ হয়ে গেছ প্রমিথিউস!

প্রমিথিউস

হয়তো তাই। শত্রুকে ঘৃণার নাম যদি উন্মত্ততা হয় তবে আমাকে উন্মাদ বলতে পার।

হারমিস

সন্দেহ হয়, তোমাকে এখন মুক্তি দিয়ে ক্ষমতায় বসালেও তোমার এই উন্মত্ততা অন্যেরা সহ্য করবে কি না!

প্রমিথিউস

হায়!

হারমিস

তোমাদের এই দীর্ঘশ্বাসে-ভরা 'হায়' শব্দটি জিউসের এখনো অজ্ঞাত।

প্রমিথিউস

সময় একদিন সবই তাকে শেখাবে।

হারমিস

অথচ সময় তোমাকে কিছুই আজো শেখাল না—এইটাই আশ্চর্যের! না আত্মসংযম না বিজ্ঞতা!

প্রমিথিউস

ভুল বলছ! না শিখিয়ে থাকলে একজন সামান্য ভৃত্যের সাথে এভাবে এতক্ষণ কথা বলতে আমার সম্মানে বাধত!

হারমিস

বোঝা যাচ্ছে, জিউস যা জানতে চান তার কোনোকিছুই তুমি আমাকে জানাবে না।

প্রমিথিউস

আমি তার কাছে ঋণী—অন্য কোনোভাবে তা শোধ করতে পারলে আমি খুশি হব।

হারমিস

আমাকে কি কচি খোকা পেয়েছ যে আমার সঙ্গে রসিকতা করছ?

প্রমিথিউস

মনে হয়, খোকার চেয়েও তুমি অধম! তা নইলে এতক্ষণে এটুকু অন্তত বুঝতে যে তোমার প্রশ্নের কোনো সদুত্তরই আমার কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। মনে রেখো যতদিন এই অপমানিত শৃঙ্খলের দাসত্ব থেকে জিউস আমাকে মুক্ত না করছে ততদিন কোনো অত্যাচার কোনো চাতুর্যের কৌশলেই সে আমার কাছ থেকে এই গোপন তথ্য উদ্ধার করতে পারবে না। জিউসের অভিসম্পাত যত ইচ্ছা বর্ষিত হোক আজ আমার ওপর! স্বর্গ থেকে আগুনের ভয়াল শিখা প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসুক আমার দিকে। শুভ্রপক্ষ তুষারঝড়ে আর ক্ষান্তিহীন বজ্রপাতে দুলে দুমড়ে কঁকিয়ে উঠুক এই বহুকালের নির্বাক পৃথিবী, কিন্তু কোনো নিষ্পেষণই আমার সিদ্ধান্তকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। ভুলক্রমেও আমি জিউসকে জানাব না কার হাত দুর্জয় প্রতিঘাতে একদিন তাকে বিচ্যুত করবে তার সার্বভৌমত্বের উৎপীড়ক আসন থেকে।

হারমিস

আরেকবার ভেবে দ্যাখো এই সিদ্ধান্ত তোমার পক্ষে কতটুকু লাভজনক।

প্রমিথিউস

বহুদিন আগেই এ ব্যাপারে ভেবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি!

হারমিস

নির্বোধ! সময় থাকতে আরো একবার ভাবো। নিজের আসল অবস্থা পর্যালোচনা করে দ্যাখো। বিজ্ঞ হও।

প্রমিথিউস

অযথা কথা বাড়িও না। ভুল করেও ভেবো না জিউসের উৎপীড়নের ভয়ে আতঙ্কিতা রমণীর মতো ঘৃণ্য শত্রুর সামনে নতজানু হয়ে মুক্তি প্রার্থনা করব।

হারমিস

বুঝেছি তোমার সঙ্গে কথা বাড়ানো
অর্থহীন মূঢ়তা। জানি, যতই অনুনয় করি
কিছুতেই তুমি দুর্বল হবে না। একটা অনভিজ্ঞ অবুঝ
অশ্বশাবকের মতোই তুমি পরীক্ষা করতে চাচ্ছ
নিজের শক্তি—খলিন দাঁতে পরে যুদ্ধ করতে
চাচ্ছ লাগামের আধিপত্যের বিরুদ্ধে! দুর্বল
বিবেচনা শক্তিই তোমার এই অযৌক্তিক বিক্ষোভের
কারণ। মনে রেখো, মূর্খের একগুঁয়েমির কোনো
প্রকৃত শক্তি নেই! এবার শোনো জিউসের নির্দেশ
অগ্রাহ্য করলে কী কী শাস্তি তোমার ওপর
অবধারিতভাবে নেমে আসবে।
বিদ্যুৎ শিখার প্রচণ্ড অগ্নিময় আঘাতে জিউস
প্রথমে ভেঙে ফেলবে এই বৃক্ষ পার্বত্য চড়াই ;
তারপর ঐ পাথরের সঙ্গে নিগড়বদ্ধ অবস্থাতেই
তোমাকে সমাধিস্থ করবে অন্ধকার মাটির তলে।
অনেক অনেককাল সেখানে নিশ্চেতন রাখবার
পর তোমাকে আবার তুলে আনা হবে আলোর
জগতে। আর সাথে সাথেই ঘটবে এক লোমহর্ষক
ঘটনা। জিউসের কালো-ডানাঅলা সেই শিকারি
কুকুরের দল, সেই বন্য ঈগল, উন্মত্তের

মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে তোমার ওপর—তোমার শরীরের
আপাদমস্তক মাংস ছিঁড়ে ফেলবে রক্তের পৈশাচিক
উল্লাসে—তোমার যকৃতকে করবে তাদের উপাদেয়
ভোজ্য। উদ্ধারহীন সে দুর্দশা থেকে মুক্তির সব পথ
তোমার বন্ধ হয়ে যাবে সেদিন। তবু তুমি রক্ষা পাবে।
একজন দেবতা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তোমার সব
যন্ত্রণা নিজের ওপর নিয়ে তোমাকে মুক্তি দেবে ঐ
নিষ্ঠুর যন্ত্রণার মুখহীন নির্যাতনশালা থেকে।
তোমার পক্ষ হয়ে স্বেচ্ছায় বেছে নেবে অন্ধকার
হেডিসের মৃত্যু—টারটারাসের অভিশপ্ত কালো গহ্বরে।
তাই বলি : আরেকবার ভেবে দ্যাখো! এ কোনো বানানো
দম্ভের অর্থহীন ঔদ্ধত্য নয়, স্বয়ং জিউসের মুখ থেকে
উচ্চারিত অমোঘ উক্তি। মনে রেখো, এর প্রতিটি কথাই
পালিত হবে অক্ষরে অক্ষরে! সময় থাকতে
এখনো সব দিক ভেবে দ্যাখো : বিবেচনা করে স্থির
সিদ্ধান্ত নাও। ভুলো না যুক্তিহীন একগুঁয়েমির চেয়ে
বিজ্ঞ সিদ্ধান্ত অনেক বেশি সম্মানজনক।

কোরাস

হারমিসের কথাগুলো আমাদের কানে বেশ যুক্তিপূর্ণ লাগছে। সে তোমাকে অনুরোধ করছে নিষ্ফল প্রতিরোধ ছেড়ে তার সুপরামর্শ মেনে নিতে। তাই কর। বিজ্ঞ ব্যক্তির ভ্রান্তি তার মর্যাদাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়।

প্রমিথিউস

হারমিসের কথা শুরু করার আগেই
আমি জানতাম সে কী বলতে এসেছে।
শত্রু হয়ে শত্রুর হাতে লাঞ্ছিত হওয়ায় কোনো
অসম্মান নেই। সমস্ত লাঞ্ছনা মাথা পেতে নিতে
আমি প্রস্তুত।
জিউসের বিদ্যুতের অগ্নিময় শিখা আজ বর্ষিত হোক
আমার উপর,
বজ্র আর বাতাসের উদ্দাম আন্দোলনে উচ্চকিত হোক

আকাশের স্তব্ধতা,
প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় পৃথিবীর ভিত্তিভূমিকে
উড়িয়ে নিয়ে যাক দুর্জয় উচ্ছ্বাসে,
সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার গর্জনশীল উন্মত্ততা
বিশৃঙ্খল করে দিক আকাশের তারাদের গতিপথ
আমাকে ছুড়ে ফেলুক টারটারাসের অন্ধকার কালো গুহায়।
আমি নিঃশব্দে বরণ করব সব নিগ্রহ।
কোনো নির্যাতনই আমাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারবে না।
মৃত্যু আমার বিধিলিপি নয়।

হারমিস

শুধুমাত্র উন্মাদের পক্ষেই এভাবে
কথা বলা সম্ভব। তোমার প্রতিটি বক্তব্যেই উন্মত্ততার
চিহ্ন স্পষ্ট প্রমিথিউস! ধীরে ধীরে তা বেড়েই চলেছে।
[কোরাসের প্রতি] ওহে তোমরা যারা ওর দুঃখে
সহানুভূতি জানাতে এসেছ, শিগ্‌গির সরে পড়
এখান থেকে। নইলে জিউসের বজ্রের প্রচণ্ড গর্জনে
তোমরা চেতনা হারিয়ে ফেলবে!

কোরাস

তুমি এই স্বরে কথা বললে কিছুতেই
আমি যাব না। এখান থেকে এ মুহূর্তে চলে যাবার
কথা আমি ভাবতেও পারি না! ভীরু কাপুরুষ হওয়া
আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যত দুর্যোগই আসুক
প্রমিথিউসের সঙ্গেই আমি থেকে যাব। দুঃখের দিনে
বন্ধুদের ছেড়ে যাওয়াকে আমি সবচেয়ে ঘৃণ্য অপরাধ
মনে করি।

হারমিস

বেশ তাই হোক। আমার সতর্কবাণীর
কথা মনে রেখো। নিগ্রহের কালো রোষ নেমে এলে
ভাগ্যের ওপর অনর্থক দোষ চাপিও না, অথবা বোলো না
জিউস তোমাকে এই অবাঞ্ছিত নির্যাতনের শিকার

করেছে। তুমি তো জানো, কী ভয়ঙ্কর অভিসম্পাত
নেমে আসছে প্রমিথিউসের ওপর। এক মুহূর্তের ভুলে
সেই সর্বনাশা ধ্বংসের জালে জাড়িয়ে তোমার কী লাভ?

প্রমিথিউস

উহ্! সেই ভয়াবহ নির্যাতন! নেমে আসছে চারধার থেকে!
পৃথিবী কেঁপে উঠছে! বজ্রের শব্দ পৃথিবীর গভীরতাকে
ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করছে
আলোর আগ্নেয় শিখা জ্বলছে ; কাঁপছে!
ঝরনার আবর্তের মতো সমস্ত ধুলো উৎক্ষিপ্ত হয়ে
খাচ্ছে ঘুরপাক!
চারদিক থেকে বাতাসের প্রচণ্ড প্রবাহ ছুটে এসে
মেতে উঠছে আত্মঘাতী সংঘাতে।
সমুদ্র আর আকাশ আক্রোশে ফুঁসে উঠছে—প্রচণ্ড!
জিউসের নিগ্রহের শক্তি সুস্পষ্ট প্রলয়ের মতো
নেমে আসছে আমার ওপর—উহ্!
হে পৃথিবী, পবিত্র সুস্থিত জননী আমার!
হে আকাশ—জোছনা-রৌদ্রের অনিন্দ্য লীলাভূমি,
আমার ওপর জিউসের অন্যায় নির্যাতন
তোমরা দ্যাখো!

[পাথরটি ধসে পড়ে ও অন্তর্হিত হয়ে যায়]

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি **'চিরায়ত গ্রন্থমালা'র**
'শ্রেষ্ঠ গ্রিক নাটক' পর্বের
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র